খাসায়েসুল কুবরা

[২য় খণ্ড]

রচনা

জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদকঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

মদীনা পাবলিকেশান্স

খাসায়েসুল কুবরা ঃ ২য় খণ্ড
জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স এর পক্ষে
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউল আওয়াল ঃ ১৪২০ হিজরী
আষাঢ় ঃ ১৪০৬ বাংলা
জুলাই ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউস সানি ঃ ১৪২০ হিজরী
শ্রাবণ ঃ ১৪০৬ বাংলা
আগষ্ট ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা

অনুবাদকের আরজ

'খাসায়েসুল কুবরা' বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষা আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুল রহমান সিয়ুতীর (রাহঃ) একটি বিস্ময়কর রচনা। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহোত্তম জীবনের আশ্চর্যজনক দিকগুলো সম্পর্কিত সহীহ বর্ণনার এক অপূর্ব সমাহার এই মহাগ্রন্থটি। হিজরী নবম শতাব্দীর পর সারা দুনিয়াতে সীরাতে নববীর (সাঃ) যতগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এমন গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যাবে যাতে 'খাসায়েসুল-কুবরা' নামক গ্রন্থটির উদ্ধৃতি দেখা যায় না।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই অসাধারণ গ্রন্থটি সম্পর্কে খোদ আল্লামা সিয়ুতী (রাহঃ) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার শ্রমসাধ্য এই রচনাটি এমন উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন একখানা কিতাব, যার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিমাত্রই সাক্ষ্য দিবেন।এটি এমন এক রহমতের মেঘখন্ড যার কল্যাণকর বারি সিঞ্চনে নিকটের এবং দূরের সবাই উপকৃত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ মূল্যবান রচনা। অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের মোকাবেলায় এটি এমন একটি কিতাব, যাকে কোন সম্রাটের মাথার মুকুটে সংস্থাপিত একখানা উজ্জ্বল হীরক খন্ডের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। ...... এটি এমন একটি সুগন্ধ ফুলের সাথেই শুধু তুল্য হতে পারে, যার সুগন্ধি কখনও বিনষ্ট হয় না। হৃদয়-মন আলোকোজ্জ্বলকারী এই অনন্য গ্রন্থটি পাঠ করে সবাই উপকৃত হবেন, আলোকিত হবেন এবং অসীম পুণ্যের অধিকারী হবেন।

আমার এই গ্রন্থটি অন্যান্য সকল কিতাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। মুমিনগণের অন্তরে এই কিতাব দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, ঈমান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হবে। কেননা, বিশেষ সতর্কতার সাথে অত্যন্ত পুণ্যবান বুযুর্গগণের বর্ণনা চয়ন করে এই কিতাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।"

জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে মিসরের রাজধানী কায়রোতে। তাঁর পিতা শায়খ কামালুদ্দীন (মৃ-৮৫৫ হিঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও কাযী। কায়রোতে খলীফার প্রাসাদে ইমামের দায়িত্ব পালনকালে সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম হয়। সে যুগের দুইজন সেরা আলেম তাঁর মহিমময় জীবন গঠনের মূল স্থপতি ছিলেন। শিশুকালে পবিত্র কোরআন হেফয করার পর পরই পিতা শায়খ কামাল উদ্দীনের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ইবনে হাজার আস্‌কালানীর (রাহঃ) নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, উলুমুল-কোরআন, ফেকাহ, ইতিহাস,

দর্শনসহ দ্বীনী এলেমের সবক'টি শাখাতেই সিয়ুতীর (রাহঃ) অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলএবং সব ক'টি বিষয়েই তিনি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর জালালাইন শরীফের প্রথম অর্ধাংশ জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) রচনা। কথিত আছে যে, মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি এই কিতাবটির রচনা সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি দ্বীনী এলেমের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি বিষয়েই তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ সারা দুনিয়াতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে পঠিত হয়ে থাকে। সিয়ুতীর (রাহঃ) রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তন্মধ্যে নানা বিতর্কিত বিষয়ে রচিত কিছু পুস্তিকা তিনি নিজ হাতে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। তারপরও এখনও পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বময় প্রচলিত আছে, সেগুলোর সংখ্যা বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্রুকল্ম্যানের মতে চারশো পনেরোটি।

আল্লামা সিয়ুতী (রাহঃ) জীবনীকার শামসুদ্দীন দাউদী (মৃ. ৯৪৫ হিঃ) লিখেছেন যে, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস এবং দ্বীনী এলেমের অন্যান্য শাখায় সিয়ুতী (রাহঃ) ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

সিয়ুতীর (রাহঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইরানের অধিবাসী। 'আস্‌য়ুত' নামক জনপদে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি নামের সাথে সিয়ুতী লিখতেন।

সিয়ুতী (রাহঃ) কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন তখনকার মিসরের সর্বোচ্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে। কিন্তু ৯০৬ হিজরীতে অধ্যাপনা ত্যাগ করে আররোখা নামক একটি দ্বীপে বসবাস করে অবশিষ্ট জীবন গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন থাকেন। এখানেই ৯১১ হিজরীতে ১৯ শে জুমাদাল-উলা (খৃ১৫০৫) ইন্তেকাল করেন।

'খাসায়েসুল-কুবরা' আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থগুলোর একটি। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের খেদমতে এই মহৎ গ্রন্থটি পেশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এবার এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হল। সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

বিনয়াবনত
মুহিউদ্দীন খান
রবিউল আওয়াল, ১৪২০ হিঃ

মদীনা ভবন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাজন্যবর্গের নিকট পত্র প্রেরণ

বুখারী ও মুসলিম হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেস্‌রা (পারস্য সম্রাট), কায়সর (রোম সম্রাট), নাজ্জাশী প্রমুখ বড় বড় রাজন্যবর্গের কাছে পত্র লিখেন, যাতে তাঁদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়। (বলা বাহুল্য, এই নাজ্জাশী সেই নাজ্জাশী নয়, যার জানাযার নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠ করেছিলেন।)

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) চারজন বড় বাদশাহের কাছে চারজন দূত প্রেরণ করেন। কেস্‌রা, কায়সর এবং মুকাউকিস। আর নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করেন আমর ইবনে উমাইয়াকে। দূতগণ যেখানে যেখানে প্রেরিত হন, তাঁরা সেই জন গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন।

ইবনে সা'দ বুরায়দা যুহরী ও ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল লোককে অন্য এক দল লোকের কাছে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। এই দল যে জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা সেই জনগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন তাদের এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের কথা জানানো হল, তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের হেদায়াতের খাতিরে আল্লাহর যে হক তাদের উপর অর্পিত ছিল, এটা তার চেয়েও মহান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবূ সুফিয়ানের এই ভাষ্য রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান যখন একদল কুরায়শের সাথে শামদেশে ছিলেন, তখন ইলিয়ায় অবস্থানরত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠান। আবূ সুফিয়ান সঙ্গীয় কুরায়শগণ সহ সেখানে গেলে সম্রাট তাদেরকে দরবারে তলব করলেন। তখন সম্রাটের চারপাশে রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। সম্রাট দো'ভাষীর মাধ্যমে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কথিত নবীর সাথে বংশের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী? আবূ সুফিয়ান জওয়াব দিলেন, বংশের দিক দিয়ে আমার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং অন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকেও আবূ সুফিয়ানের পিছনে বসতে বললেন। অতঃপর সম্রাট তাদেরকে বললেন ঃ আমি আবূ সুফিয়ানকে কিছু প্রশ্ন করব। যদি সে কোথাও মিথ্যা জওয়াব দেয়, তবে

তোমরা তা ধরে ফেলবে। পরবর্তীতে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে কুরায়শরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এই আশংকা না থাকলে আমি নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা বলতাম।

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এই নবীর বংশ-গরিমা কেমন?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

হিরাক্লিয়াস ঃ তাঁর আগেও কি এ বংশের কেউ নবুওয়ত দাবী করেছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ এই নবীর পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ জাতির প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা?

আবূ সুফিয়ান ঃ দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা অনুসরণ করছে।

হিরাক্লিয়াস ঃ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হিরাক্লিয়াস ঃ একবার তাঁর দীন কবুল করার পর কেউ তা বর্জন করে কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ নবুওয়ত দাবী করার আগে তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করতে কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না। তবে বেশ কিছুদিন যাবত তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা বেখবর। আবূ সুফিয়ান পরে বলেন ঃ এই কথাবার্তার মধ্যে এই একটি বাক্যই আমি বাড়াতে পেরেছিলাম।

হিরাক্লিয়াস ঃ তোমরা কি তাঁর সাথে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ?

আবূ সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ।

হিরাক্লিয়াস ঃ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ সমান সমান। কখনও আমরা জয়ী হয়েছি এবং কখনও তিনি জয়লাভ করেছেন।

হিরাক্লিয়াস ঃ এই নবীর দাওয়াত কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ তাঁর দাওয়াত হচ্ছে এক আল্লাহর এবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের বাপ-দাদাদের পথ বর্জন কর। এ ছাড়া

তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত, দান-খয়রাত, পবিত্রতা এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন।

এসব কথা শুনে হিরাক্লিয়াস বললেন ঃ আমি তোমাকে এই নবীর বংশগৌরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। জওয়াবে তুমি তাঁকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলেছ। আসলেও রসূল তাঁর সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশে প্রেরিত হন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ নবুওয়ত দাবী করেছে কিনা? তুমি জওয়াবে "না" বলেছ। পূর্বে কেউ নবুওয়ত দাবী করে থাকলে আমি বলতাম যে, এটাও তাঁরই অনুকরণ। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলেছ "না"। এরূপ হলে আমি বুঝতাম যে, সে পূর্বপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এরূপ করছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, নবুওয়ত দাবী করার আগে সে মিথ্যা বলত কিনা? তুমি বলেছ "না"। এরূপ হলে আমি মনে করতাম যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে, সে উপাস্যের ব্যাপারেও মিথ্যা বলতে পারবে। আমার প্রশ্ন ছিল প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল লোকেরা? তুমি বলেছ দুর্বল লোকেরা। আসলেও রসূলগণের অনুসরণ শুরুতে দুর্বল লোকেরাই করে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে? তুমি বলেছ "বাড়ছে"। ঈমানের ব্যাপারটি তদ্রূপই। পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যারা এই দীন কবুল করে, তাঁরা পরবর্তীতে তা ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ "না"। আসলেও ঈমান অন্তরে প্রবেশ করার পর কখনও বের হয়ে যায় না। আমার প্রশ্ন ছিল তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করেন কি না? তুমি জওয়াব দিয়েছ "না"। আসলেও সত্যিকার রসূল কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি বললে, তিনি আল্লাহর এবাদত করা, তাঁর সাথে শরীক না করা, প্রতিমা পূজা না করার এবং নামায, যাকাত ও পবিত্রতা অবলম্বন করার শিক্ষা দেন। তোমার এসকল কথা সত্য হলে তিনি এই ভূভাগ পর্যন্ত দখল করে নিবেন, যেখানে এখন আমার পা রয়েছে। আমি জানতাম যে, শীঘ্রই একজন নবীর আগমন ঘটবে। তবে এটা জানা ছিল না যে, এই নবী তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস সেই পত্র তলব করলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেহইয়া কলবীর হাতে বুসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হিরাক্লিয়াস পত্রটি পাঠ করলেন। তাতে লিখা ছিল ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–আল্লাহর বান্দা ও রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাটের প্রতি— যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, তাকে সালাম –আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। মুসলমান হয়ে যান। নিরাপত্তা

পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দিবেন। আর আপনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে প্রজাকুলের পাপের শাস্তিও আপনাকে ভোগ করতে হবে।

হে গ্রন্থধারিগণ! আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন এক কলেমার দিকে এস। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহকে ছেড়ে আমাদের কেউ কাউকে প্রভু বানাবে না। যদি তোমরা এই আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হও, তবে সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।"

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন ঃ হিরাক্লিয়াসের কথাবার্তা শুনে এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুনে দরবারে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আমাদেরকে দরবার থেকে বের করে দেওয়া হল। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম ঃ ইবনে আবী কাবশার ব্যাপারটি তো বিরাট রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্বেতাঙ্গদের সম্রাটও তাকে ভয় করে। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমার সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ আমাকে ইসলামের তওফীক দান করলেন।

ইলিয়ার গভর্নর ইবনে নাতূর এবং হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার খৃষ্টানদের ধর্মীয় নেতা এবং বাদশাহ ছিলেন। ইবনে নাতূর বলেন–হিরাক্লিয়াস ইলিয়ায় এসে পৈশাচিক আচরণ করতে লাগলেন। জনৈক ধর্মযাজক তাঁকে বলল ঃ আপনার মুখাবয়ব বিকৃত কেন? হিরাক্লিয়াস জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাঝরাতে আমি নক্ষত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, খতনাকারীদের বাদশাহ্ আত্মপ্রকাশ করেছে। বল, এই উম্মতের মধ্যে কারা খতনা করে? ধর্মযাজক বলল ঃ ইহুদী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ খতনা করে না। তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শহরে শহরে যত ইহুদী আছে, তাদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করা হোক। এই আলোচনা চলছিল, এমন সময় গাসসান-অধিপতি কর্তৃক প্রেরিত এক ব্যক্তিকে হিরাক্লিয়াসের কাছে আনা হল। সে সম্রাটকে নবী করীম (সাঃ)-এর সংবাদ দিল। হিরাক্লিয়াস বললেন ঃ লোকটিকে নিয়ে যাও এবং পরীক্ষা করে দেখ সে খতনা করা কি না? অতঃপর তাকে বলা হল যে, লোকটির খতনা করা। সম্রাট তাকে আরবদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ আরবরা খতনা করে। সম্রাট বললেন ঃ যে লোকটি আত্মপ্রকাশ করেছে, সে এই উম্মতেরই বাদশাহ। অতঃপর সম্রাট জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ এক উযীরকে রোমে পত্র লিখলেন এবং নিজে হেম্‌স রওয়ানা হয়ে গেলেন। উযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাব সম্পর্কে সম্রাটের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে জওয়াব প্রেরণ করলেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস হেম্‌সের রাজপ্রাসাদে

রোমের সকল নেতৃবর্গকে আমন্ত্রিত করলেন। যখন সকলেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমবেত হল, তখন সম্রাট প্রাসাদের ফটক বন্ধ করিয়ে দিলেন এবং উচ্চাসনে আরোহণ করে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গ! নিজেদের দেশকে অটুট রাখার খাতিরে আপনারা এই নবীর দাওয়াত কবুল করে নিতে রাযী আছেন কি? একথা শুনে রোমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হৈহুল্লোড় করতে করতে বের হওয়ার জন্য গাধার ন্যায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। কিন্তু তাঁরা ফটক বন্ধ পেয়ে আরও বেশী চীৎকার করতে লাগল। হিরাক্লিয়াস তাদের ঘৃণা লক্ষ্য করে তাদেরকে পুনরায় ডাকলেন এবং বললেন ঃ আপনারা খৃস্টধর্মে কতটুকু পাকাপোক্ত, তা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি কথাটি বলেছিলাম। ধর্মের প্রতি আপনাদের অটল বিশ্বাস দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। একথা শুনে সকলেই সম্রাটকে ভক্তিভরে সেজদা করল এবং আনন্দিত হল। এটা হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ সংবাদ।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শামদেশে গেলেন। রোম সম্রাট আবূ সুফিয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে লোকটি আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন কি? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ প্রত্যেকবার জয়লাভ করেন না। তবে আমি যখন অনুপস্থিত থাকি, তখন জয়লাভ করেন। সম্রাট প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ধারণায় তিনি সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ মিথ্যাবাদী। সম্রাট বললেন ঃ এরূপ বলো না। মিথ্যার মাধ্যমে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। তোমরা এই নবীকে হত্যা করো না নবীগণকে হত্যা করা ইহুদীদের কাজ।

আবূ নঈম আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ আমি সর্বপ্রথম যেদিন থেকে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ভয় করতে শুরু করি, সেটা ছিল সেই দিন, যখন রোম সম্রাট স্বীয় দরবারে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমি যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম, তখন তাঁর কপাল ছিল ঘর্মাক্ত। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চিঠির কারণেই তাঁর এই অবস্থা হয়েছিল। সম্রাটের এই অবস্থা দেখে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভয় করতে লাগলাম এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেলাম।

বায়হাকী যুহরীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যখন দেহইয়া কলবী (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র নিয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে যান, তখন দরবারে উপস্থিত ছিল এমন একজন ধর্মীয় নেতার ভাষ্য অনুযায়ী পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে

রোম-প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি– তাকে সালাম, যে হেদায়াত অনুসরণ করে। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে দ্বীন অস্বীকার করার গোনাহ আপনার উপর বর্তাবে।

হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করে সেটি স্বীয় উরু ও কোমরের মাঝখানে রেখে দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তিকে এই পত্র ও দূতের বিবরণ লিখে পাঠালেন। লোকটি কেবল হিব্রু ভাষা পড়তে পারত। লোকটি জওয়াবে লিখল ঃ ইনিই প্রতীক্ষিত নবী। তাঁর অনুসরণ করা উচিত। হিরাক্লিয়াস রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে রাজপ্রাসাদে সমবেত করলেন এবং প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রাসাদের উপরতলায় আরোহণ করে সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গ! আমার কাছে উম্মী নবীর পত্র এসেছে। আমার ধারণায় তিনিই সেই প্রতীক্ষিত নবী, যাঁর অপেক্ষায় আমরা ছিলাম, যাঁর উল্লেখ আমাদের কিতাবসমূহে আছে। তাঁর আবির্ভাব-মুহূর্তের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে এসে গেছে। অতএব, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা পাও। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একথা শুনে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তাঁরা হৈচৈ করতে করতে দরজার দিকে ধাবিত হল। কিন্তু দরজা বন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। হিরাক্লিয়াস ভীত অবস্থায় তাদেরকে ডেকে এনে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের ধর্মের প্রতি কতটুকু নিষ্ঠাবান, তা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি কথাগুলো বলেছিলাম। এখন তোমাদের দৃঢ়তা দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। একথা শুনে সকলেই তাকে সেজদা করল। অতঃপর প্রসাদের দরজা খুলে দেওয়া হল এবং সকলেই প্রস্থান করল।

বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হেশাম ইবনে আস বলেন ঃ খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) আমাকে ও জনৈক কোরায়শীকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াতের জন্যে প্রেরণ করেন। আমরা দামেশকে জাবালা ইবনে আবহাম গাসসানীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলাম। সে কথা বলার জন্য জনৈক দূতকে প্রেরণ করলে আমরা বললাম ঃ আমরা দূতের সঙ্গে কথা বলব না। কেননা, আমাদেরকে বাদশাহের কাছেই প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ডেকে নিলেন। আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তাঁর পরনে কাল বস্ত্র দেখে আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। যতদিন তোমাদেরকে মুলকে শাম থেকে বের করে না দিব, এই কাল পোশাক খুলব না। আমরা বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমরা তোমার এই বসার জায়গাটুকুও দখল করব এবং ইনশাআল্লাহ এ দেশ জয় করে নিব। জাবালা বলল ঃ তোমরা এদেশ জয় করবে না। যারা এদেশ জয় করবে, তাঁরা দিনের বেলায় রোযাদার হবে এবং রাতে ইফতার করবেন। এখন বল, তোমাদের রোযা কিরূপ? আমরা তাঁকে বললাম। শুনে তাঁর মুখমণ্ডল কাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রস্থান কর। তিনি আমাদের সঙ্গে একজন দূত সম্রাটের কাছে প্রেরণ করলেন। আমরা রোম সম্রাটের কাছে পৌছে গেলাম। আমরা সওয়ার হয়ে ঘাড়ে তরবারি ঝুলিয়ে রোম সম্রাটের কক্ষ পর্যন্ত পৌছে গেলাম। অতঃপর কক্ষের পাদদেশে উট বসিয়ে দিলাম। সম্রাট আমাদের দিকে দেখছিলেন। আমরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলাম। এ শব্দে কক্ষ কম্পিত হয়ে গেল এবং আঙ্গুর অথবা খেজুর শাখার মত শূন্যে দুলতে লাগল। সম্রাটের নিকটে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমরা পরস্পরে যেভাবে সালাম কর, আমাকেও সেই ভাবে সালাম করলে দোষ হবে না। সেমতে আমরা তাঁকে সালাম করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাদশাহকে কিভাবে সালাম কর? আমরা বললাম ঃ তোমাকে যেভাবে সালাম দিলাম সেই একই পদ্ধতিতে সালাম করি।

প্রশ্ন ঃ বাদশাহ কিভাবে জওয়াব দেয়?

উত্তর ঃ এই কালেমার মাধ্যমেই জওয়াব দেয়।

প্রশ্ন ঃ তোমাদের ধর্মের মূল বাণী কি?

উত্তর ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। একথা বলতেই কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে গেল। সম্রাট কক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের এই কালেমা দ্বারা আমার এই কক্ষে কম্পন ধরে গেছে। তোমরা যখন আপন গৃহে থাক, তখন তোমাদের গৃহ ধসে পড়ে কি?

উত্তর ঃ এরূপ হয় না। আমরা এই কালেমার কারণে কোন কিছুকে বিদীর্ণ হতে দেখিনি। সম্রাট বললেন ঃ আমার বাসনা এই যে, তোমরা যখন এই কালেমা বল, তখন প্রত্যেক বস্তু বিদীর্ণ হয়ে তোমাদের উপর পতিত হোক এবং আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরূপ বাসনার কারণ কি? সম্রাট বললেন ঃ যদি এই কালেমা মানবীয় কৌশল হয়, তবে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আমার পক্ষে সহজ। আর যদি এটা নবুওয়তের ব্যাপার হয়, তবে আমার করার কিছুই নেই। এরপর সম্রাট আরও কিছু প্রশ্ন করলেন এবং আমরা জওয়াব দিলাম। তিনি নামায ও রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমরা তা-ও বললাম। এরপর বৈঠক সমাপ্ত হয়ে গেল এবং আমরা প্রস্থান করলাম। সম্রাট আমাদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। আমরা তিন দিন অবস্থান করলাম। রাতে তিনি লোক পাঠিয়ে

আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা পূর্বে যা বলেছিলাম, তিনি আবার শুনতে চাইলেন। আমরা আগেকার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম। অতঃপর সম্রাট একটি স্বর্ণখচিত সিন্দুক আনালেন। তাতে কয়েকটি ছক ছিল এবং প্রত্যেক ছকের পৃথক দ্বার ছিল। তিনি একটি ছক খুলে তা থেকে কাল রেশমী বস্ত্র বের করে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে একটি হস্তাঙ্কিত চিত্র ছিল। চিত্রের নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় বড় বড় ছিল। গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। মুখে দাড়ি ছিল না। মস্তকে প্রচুর কেশ ছিল। সব মিলে সেটি ছিল এক সুশ্রী পুরুষের চিত্র। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ চিন, ইনি কে? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হলেন আদম (আঃ)। অতঃপর সম্রাট দ্বিতীয় ছক খুললেন। তা থেকেও একটি কাল রেশমী বস্ত্র বের করলেন। এতে একটি শুভ্র চিত্র ছিল। যার কেশ কোঁকড়ানো, নেত্রদ্বয় লোহিত বর্ণ, মস্তক বৃহৎ এবং দাড়ি সুশ্রী ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এঁকে চিন? আমরা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ)। অতঃপর সম্রাট আরও একটি দ্বার খুলে তা থেকে কাল রেশমী বস্ত্র বের করলেন। হঠাৎ আমরা অত্যন্ত শুভ্র এক পুরুষের চিত্র দেখলাম। তাঁর নেত্রদ্বয় সুন্দর, প্রশস্ত ললাট, উন্নত গন্ড ও সাদা দাড়ি ছিল। চিত্রটি হাস্যরত মনে হচ্ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। অতঃপর তিনি আরও একটি ছক খুলে তা থেকেও একটি চিত্র বের করলেন, যা শুভ্র ও সুন্দর ছিল। সেটা ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ) চিত্র। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইনি কে? আমরা বললাম ঃ ইনিই মোহাম্মদ (সাঃ)। একথা শুনে সম্রাট অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, অতঃপর বসে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চিতই তিনি? আমরা বললাম ঃ নিঃসন্দেহে তিনিই। সম্রাট বললেন ঃ এটা ছিল শেষ ছক। কিন্তু আমি এটি খুলতে তাড়াহুড়া করেছি, যাতে জানা যায় যে, এটি তোমাদের নবীরই চিত্র।

এরপর সম্রাট আরও একটি ছক খুলে তা থেকে কাল রেশম বের করলেন। এতে এমন একটি চিত্র ছিল, যার রঙ গোধূম, কোকড়ানো ক্ষুদ্র কেশ এবং চক্ষু কোটরাগত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। মুখাকৃতি বিকৃত, দাঁত ক্রুদ্ধ অবস্থায় উপরে নীচে আগত ছিল এবং ক্রুদ্ধ অবস্থা বিরাজমান ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত মুসা (আঃ)। এ চিত্রের পার্শ্বে তারই অনুরূপ আরও একটি চিত্র ছিল। তাঁর মাথায় তৈলাক্ততা ছিল। কপাল প্রশস্ত এবং চোখের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি নাকের দিকে প্রসারিত ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত হারূন (আঃ)। এরপর তিনি আরও একটি ছক খুলে তা থেকে শুভ্র রেশম বের করলেন। অতে একজন গোধূম বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র ছিল। তাঁর মাথার কেশ ঝুলন্ত ছিল এবং মাঝারি গড়ন ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত লূত (আঃ)। এরপর সম্রাট পরপর

আরও কয়েকটি ছক খুলে সেগুলো থেকে হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকূব, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর চিত্র প্রদর্শন করলেন।

আমরা বললাম ঃ এসব চিত্র আপনার কাছে কোথা থেকে এল? আল্লাহ তা'আলা এই পয়গাম্বরগণকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, এসব চিত্র ছিল হুবহু তদ্রূপ। কেননা, আমাদের নবীর চিত্র ঠিক তেমনি, যেমন তিনি আছেন। সম্রাট বললেন ঃ আদম (আঃ) তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে সকল পয়গাম্বর আগমন করবেন, তাদের সকলের চিত্র তাঁকে দেখানো হোক। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এসব চিত্র নাযিল করেন। এগুলো আদম (আঃ)-এর ভাণ্ডারে সূর্যের অস্তাচলে রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে যুলকারনাইন এগুলো বের করে দানিয়াল (আঃ)-এর কাছে সমর্পণ করেন।

সম্রাট বললেন ঃ আমার বাসনা এই যে, আমি এদেশ থেকে বের হয়ে যাই, অতঃপর তোমাদের কোন শক্তিশালী ব্যক্তির আমৃত্যু গোলাম হয়ে থাকি।

অতঃপর সম্রাট আমাদেরকে কিছু মূল্যবান উপহার দিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ফিরে এসে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলাম। তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ এই হতভাগার মঙ্গল করতে চাইলে সে যা কিছু বলেছে, তা কাজেও পরিণত করত। খলীফা আরও বললেন ঃ খৃস্টান ও ইহুদীদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বিদ্যমান আছে।

পারস্য-রাজের নামে পত্র

বুখারী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য-রাজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠ করে সে সেটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোয়া করলেন, হে আল্লাহ, অগ্নি উপাসকদেরকে এমনিভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করে দাও।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য-রাজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। সে পত্রটি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আসলে পারস্যরাজ তাঁর রাজত্বকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বাযযার, আবূ নঈম ও বায়হাকী দেহইয়া কলবী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন পারস্য-রাজকে পত্র লিখলেন, তখন পারস্য-রাজ ইয়েমেনের সানআয় নিযুক্ত তাঁর প্রশাসককে এই বলে শাসাল যে, তুমি তোমার শাসনাধীন এলাকায় আত্মপ্রকাশকারী ব্যক্তিকে দমন করতে পার না? সে আমাকে তার ধর্মের দাওয়াত দিয়েছে। তাকে দমন করা তোমার কর্তব্য। অন্যথায় তুমি আমার পক্ষ থেকে

মন্দ আচরণের সম্মুখীন হবে। প্রশাসক জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি পত্র রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পত্র পাঠ করলেন এবং পনের দিন পর্যন্ত প্রেরিত ব্যক্তিকে কিছু বললেন না। এরপর তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে চলে যাও। তাকে বল ঃ আমার রব তোমার প্রভু পারস্য-রাজকে আজ রাতে হত্যা করেছেন। দূত ফিরে গিয়ে সানআর প্রসাসককে একথা বলল। দেহইয়া বলেন ঃ এরপর খবর এল যে, পারস্য-রাজকে সে রাতেই হত্যা করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী, আবূ নঈম ও যারাবেতীর রেওয়ায়েতে আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, পারস্য-রাজ তাঁর প্রাসাদে থাকাকালে দূত তাঁর কাছে পৌছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র পেশ করেন। এক ব্যক্তি লাঠি হাতে সেখানে ঘুরাফেরা করছিল। সে পারস্য রাজকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি ইসলামকে পছন্দ করবে, না আমি এই লাঠি ভেঙ্গে ফেলব? পারস্য-রাজ বলল ঃ আমি ইসলামকে পছন্দ করি। তুমি লাঠি ভেঙ্গো না। এরপর লোকটি চলে গেল। তার যাওয়ার পর পারস্য-রাজ দ্বাররক্ষীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল ঃ এই ব্যক্তিকে আমার কাছে আসার অনুমতি কে দিল? দ্বাররক্ষীরা বলল ঃ এখানে তো কেউ আসেনি। সম্রাট বলল ঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দিল। পরবর্তী বছরের শুরুতে পারস্য-রাজের কাছে সেই ব্যক্তি পুনরায় লাঠি হাতে আগমন করল এবং বলল ঃ হে পারস্য-রাজ! তুমি ইসলামকে পছন্দ করবে, না আমি এই লাঠি ভেঙ্গে ফেলব? সম্রাট বলল ঃ হাঁ, পছন্দ করব। তুমি লাঠি ভেঙ্গো না। লোকটি চলে গেল। পারস্য-রাজ আবার দ্বাররক্ষীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ এখানে কেউ আসেনি। অতঃপর দ্বাররক্ষীদেরকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পরের বছর পারস্য-রাজের কাছে আবার সেই ব্যক্তি আগমন করে পূর্ববৎ কথা বলল। পারস্য-রাজ আবার লাঠি না ভাঙ্গার অনুরোধ করে ইসলামকে পছন্দ করার ওয়াদা করল। কিন্তু এবার লোকটি তাঁর ওয়াদায় আশ্বস্ত না হয়ে লাঠি ভেঙ্গে ফেলল। সাথে সাথে পারস্য রাজের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

আবূ নঈম ও ইবনে নাজ্জার হাসান বসরী (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য-রাজের উপর আপনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জব্দকারী প্রমাণ কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পারস্য-রাজের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তাঁর হাত পারস্য-রাজের প্রাসাদের প্রাচীর থেকে বের করলে তাতে নূরের বিদ্যুৎ চমকে উঠে। পারস্য-রাজ সেটি দেখে ভীত হয়ে গেল। ফেরেশতা

বলল ঃ ভয় পাও কেন? আল্লাহ তা'আলা একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি গ্রন্থধারী। তুমি তাঁর অনুসরণ কর। এতে তুমি ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা পাবে। পারস্যরাজ বলল ঃ আমি ভেবে দেখব।

বায়হাকী ওমায়র ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোম সম্রাট ও পারস্য রাজের কাছে পত্র লিখলেন। রোম সম্রাট তাঁর পত্র গ্রহণ করে এবং পারস্য রাজ পত্রটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই সংবাদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ অগ্নি-উপাসকরা স্বয়ং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর রোমকরা বাকী থাকবে।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, পারস্য-রাজের কাছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র পৌছলে সে ইয়ামনের গভর্নর বাযানকে নির্দেশ প্রেরণ করল, দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তিকে এই লোকের কাছে পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে এস। সেমতে বাযান একটি পত্র সহ দু'ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল। পত্র পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাদের স্কন্ধদেশ কাঁপতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আগামী কাল তোমরা উভয়েই আমার কাছে আসবে। আমি আমার সিদ্ধান্ত তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। পরের দিন সকালে যখন তারা উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রভুকে সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমার রব আল্লাহ বাযানের রব পারস্য-রাজকে আজ রাতের সপ্ত প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হত্যা করেছেন এবং তার পুত্র শেরওয়াযকে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সে পিতাকে হত্যা করেছে। এরা উভয়েই বাযানের কাছে যেয়ে এই সংবাদ পৌছে দিল। এরপর বাযান ও ইয়ামনের লোকজনের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার এটাই ছিল বড় কারণ।

হারেছ গাসসানীর নামে পত্র প্রেরণ

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদীকে হারেছ গাসসানীর কাছে পত্রসহ প্রেরণ করেন। শুজা বলেন ঃ আমি হারেছকে দামেশকে পেয়ে তাঁর দেহরক্ষীর কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আমি আল্লাহর রসূলের দূত। সে বলল ঃ তুমি এখন আমার প্রভুর সাথে দেখা করতে পারবে না। অমুক দিন দেখা হতে পারে। দেহরক্ষী ছিল মরী নামক জনৈক রোমক। সে স্বয়ং আমার কাছ থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৃত্তান্ত জানতে শুরু করল। আমি তাঁর ও তাঁর দাওয়াত সম্বন্ধে তাকে বিস্তারিত বললাম। সে অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং বলল ঃ ইনজীলে হুবহু এসব গুণের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। আমি তাঁর প্রতি

ঈমান আনছি এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমার আশংকা এই যে, হারেছ আমাকে হত্যা করবে। এরপর হারেছ গৃহ থেকে বাইরে এল। মুকুট পরিধান করে সিংহাসনে বসলে আমি তার হাতে পত্রটি তুলে দিলাম। সে পত্র পাঠ করে ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং পত্রটি দূরে নিক্ষেপ করে বলল ঃ আমার রাজত্ব আমার হাত থেকে কে ছিনিয়ে নিবে? আমি স্বয়ং তাঁর কাছে যাব। এবং এয়ামনে থাকলেও যেতাম। আমার লোকজনকে সমবেত কর। অতঃপর সে উঠে দাঁড়াল এবং অশ্বসজ্জিত করার আদেশ দিল। সে আমাকে বলল ঃ তুমি যা কিছু দেখলে, সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গীকে বলবে। অতঃপর সে রোম সম্রাটকেও এ সম্পর্কে অবহিত করল। রোম সম্রাট লিখে পাঠাল ঃ এই লোকের কাছে যেয়ো না এবং এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। রোম সম্রাটের এই চিঠি পেয়ে হারেছ আমাকে ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ কবে ফিরে যাবে? আমি বললাম ঃ আগামীকাল। সে আমাকে একশ মেসকাল স্বর্ণ দিল এবং বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার সালাম বলবে। আমি ফিরে এসে হারেছ ও রোম সম্রাটের মধ্যকার পত্র বিনিময়ের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললাম। তিনি শুনে বললেন ঃ তাঁর রাজত্ব খতম হয়ে গেছে। মক্কা বিজয়ের সালে হারেছও মৃত্যুমুখে পতিত হল।

মুকাউকিসের নামে পত্র প্রেরণ

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হাতেব ইবনে আবী বালতাআ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিসের কাছে পত্রসহ প্রেরণ করলেন। আমি সেখানে পৌছলে সম্রাট আমাকে তাঁর প্রাসাদে স্থান দিলেন। আমি তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পাদ্রীদেরকেও সমবেত করলেন। অতঃপর সম্রাট বললেন ঃ তুমি তোমার নবী সম্পর্কে বল। সত্যিই তিনি নবী নন? আমি বললাম ঃ নিঃসন্দেহে তিনি নবী। সম্রাট বললেন ঃ তা হলে তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করল ঃ তখন তিনি বদদোয়া করলেন না কেন? আমি বললাম ঃ আপনারাও তো বলেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর রসূল। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য আটক করলে তিনি বদদোয়া করলেন না কেন? তিনি বদদোয়া করেননি। আল্লাহ তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন। মুকাউকিস বললেন ঃ তুমি সমঝদার এবং সমঝদারের কাছে এসেছ।

ওয়াকেদী ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, মুগীরা বনী মালেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুকাউকিসের কাছে গেলে মুকাউকিস বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে কিরূপে পৌছলে? তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে তো মোহাম্মদ (সাঃ) ও

তাঁর দলবল অন্তরায় ছিল। মুগীরা বলল ঃ আমরা সমুদ্রের কিনার ধরে ভয়ে ভয়ে এ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছি। মুকাউকিস বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাওয়াতের ব্যাপারে তোমরা কি করেছ? সে জওয়াব দিল ঃ আমাদের কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি। মুকাউকিস কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ তিনি যে ধর্ম এনেছেন, আমাদের বাপ-দাদা কেউ এ ধর্ম পালন করেনি। আমাদের শাসনকর্তাও এ ধর্ম মানে না। আমরা আমাদের পৈতৃক ধর্মের উপরই আছি। মুকাউকিস প্রশ্ন করলেন ঃ তাঁর আপন গোত্র কি করেছে? মুগীরা বলল ঃ যুবক শ্রেণীই তাঁর অনুসরণ করেছে। এছাড়া তাঁর গোত্র এবং আরবের অধিবাসীরা তাঁর বিরোধিতা করেছে। তারা তাঁর সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছে। জয়-পরাজয় উভয় পক্ষেই হয়েছে। মুকাউকিস বললেন ঃ আমাকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবগত কর। তারা বলল ঃ তাঁর দাওয়াত হচ্ছে এক আল্লাহর এবাদত করবে, যাঁর কোন শরীক নেই। আমাদের বাপ-দাদারা যে সকল প্রতিমার পূজা করত, সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নামায পড়তে হবে এবং যাকাত দিতে হবে। মুকাউকিস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নামায ও যাকাতের ওয়াক্ত ও পরিমাণ কি? তারা বলল ঃ মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ বার নামায পড়ে। এগুলো নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়া হয়। আর বিশ মেছকাল স্বর্ণের উপর যাকাত দিতে হয়। পাঁচটি উট থাকলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। মুকাউকিস প্রশ্ন করলেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) যাকাত নিয়ে কোথায় ব্যয় করেন? তারা বলল ঃ তিনি এই যাকাত নিঃস্বদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এছাড়া তিনি আত্মীয়তা বজায় রাখা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দেন এবং ব্যভিচার, মদ্যপান এবং সুদ খেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খায় না। এসব কথা শুনে মুকাউকিস বললেন ঃ তিনি সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরিত নবী। মিসরীয় কিবতী এবং রোমকরাও তাঁর অনুসরণ করবে। এসব বিধিবিধান নিয়েই হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেছিলেন এবং আল্লাহর প্রত্যেক নবী এসব বিধিবিধান নিয়ে আগমন করে থাকেন। এই নবীর পরিণাম শুভ হবে। কেউ যেন তাঁর সাথে কলহে লিপ্ত না হয়। এই দ্বীন সেই পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত উট ও ঘোড়া যেতে পারে। সমুদ্রের গভীরতা পর্যন্ত এই ধর্ম প্রবল হবে। কিন্তু মুগীরা ও তাঁর সঙ্গীরা বলল ঃ সমস্ত মানুষ এই দ্বীনকে কবুল করে নিলেও আমরা কখনও এই দ্বীন মেনে নিব না। একথা শুনে মুকাউকিস মাথা হেলালেন এবং বললেন ঃ তোমরা ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতায় মেতে আছ। এরপর তাদের মধ্যে আরও প্রশ্নোত্তর হল ঃ

মুকাউকিস বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশপরিচয় কেমন?

মুগীরা ঃ তাঁর বংশ মর্যাদা মাঝারি স্তরের।

মুকাউকিস ঃ পয়গাম্বরগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তাঁর সত্যবাদিতা কেমন?

মুগীরা ঃ তিনি এমন সত্যবাদী যে, সকলের কাছে "আমীন" নামে পরিচিত।

মুকাউকিস ঃ তিনি যদি তোমাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী না হন, তবে সৃষ্টি-কর্তার ব্যাপারে কিরূপে মিথ্যাবাদী হবেন? আচ্ছা বলতো কোন শ্রেণীর মানুষ তাঁর অনুসরণ করছে?

মুগীরা ঃ প্রধানতঃ যুবক শ্রেণীই তাঁর অনুসারী হয়েছে।

মুকাউকিস ঃ এটাই হয়ে এসেছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনুসরণও প্রথম প্রথম যুবকরাই করেছে। ইয়াসরিবের তাওরাত গ্রন্থধারী ইহুদীরা তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে?

মুগীরা ঃ ইহুদীরা তাঁর বিরোধিতা এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে। এসব যুদ্ধে ওরা নিহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে এবং দাসত্ব বরণ করেছে। এখন তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

মুকাউকিস ঃ ইহুদীরা এই নবী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। কিন্তু হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এই আচরণ করেছে।

মুগীরা বলেন ঃ আমরা মুকাউকিসের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। বলতে গেলে আমরা তখন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রায় অনুগতই হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ভাবছিলাম, যে অনারব বাদশাহদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরাও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভয় করে। আমরা তো তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী, আমরা তাঁর সঙ্গে নই। অথচ তিনি আমাদের ঘরে ঘরে এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মুগীরা বলেন ঃ আমি আলেকজান্দ্রিয়াতেই রয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন গির্জায় যেতাম এবং গির্জার কিবতী ও রোমক পাদ্রীদের কাছ থকে তাঁর গুণাবলী জেনে নিতাম। জনৈক কিবতী পাদ্রী খুব গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন নবীর আগমন বাকী আছে কি? সে বলল ঃ হাঁ, একজন সর্বশেষ নবী আছেন, যাঁর মধ্যে ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে কোন নবী নেই। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি হবেন উম্মী আরবী নবী। তাঁর নাম হবে আহমদ। তিনি না দীর্ঘদেহী, না অধিক বেঁটে। তাঁর চোখে লালিমা থাকবে। তিনি না অধিক শ্বেতকায়, না অধিক গোধূম রঙের। মাথার কেশ লম্বিত, পোশাক মোটা, যা সহজলভ্য হবে, তাই আহার করবেন। তাঁর স্কন্ধে তরবারি ঝুলবে। তিনি যুদ্ধবাজদের পরওয়া করবেন না। তাঁর সঙ্গে থাকবে প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীগণ। তাঁরা তাঁকে আপন পিতামাতার চাইতেও অধিক ভালবাসবে। সেই নবী এক হেরেম থেকে অন্য হেরেম তথা লবণাক্ত

ভূমির দিকে হিজরত করবেন। সেই ভূমি হবে খেজুরবৃক্ষ শোভিত। ইবরাহিমী দ্বীনই হবে তাঁর দ্বীন।

মুগীরা বর্ণনা করেন ঃ আমি তাকে বললাম ঃ এই নবীর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। সে বলল ঃ তিনি দেহের অর্ধাংশে লুঙ্গি বাঁধবেন এবং হাত পা ধৌত করবেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এমন হবে, যা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের ছিল না। তা এই যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ কেবল আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু তিনি প্রেরিত হবেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হবে তাঁর সেজদার স্থল এবং পবিত্র। যেখানেই নামাযের সময় হবে, তাঁরা পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে নামায কেবল গির্জা ও উপাসনালয়সমূহেই পড়তে পারত। মুগীরা বলেন ঃ এই খৃস্টান পাদ্রীদের কথা আমি মনে রাখলাম এবং দেশে ফিরে মুসলমান হয়ে গেলাম।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) কিবতী প্রধান মুকাউকিসকে পত্র প্রেরণ করলে তিনি জওয়াব দিলেন, আমার জানা ছিল একজন নবী আসবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তিনি শামদেশে আবির্ভূত হবেন। আমি তাঁর দূতের সম্মান করেছি এবং তাঁর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেছি।

হেমইয়ারী রাজন্য বর্গের কাছে পত্র প্রেরণ

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হারেছ, মকরুহ, নাঈম ইবনে আবদে কেলাল প্রমুখ হেমইয়ারী রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন। পত্রবাহক ছিলেন আইয়াশ ইবনে রবীআ মখযুমী। বাহককে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হলো যে, যখন তুমি হেমইয়ারের ভূমিতে পৌঁছবে, তখন রাতের বেলায় সেখানে প্রবেশ করবে না। ভোরে উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের দোয়া করে প্রবেশ করবে। আমার পত্র ডান হাতে রাখবে এবং তাদের ডান হাতে দিবে। যখন তারা পত্র গ্রহণ করবে তখন তুমি এই আয়াত পাঠ করবে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ এরপর اٰمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَّاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলবে। তোমার সামনে পেশকৃত প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে। তারা যখন তোমার সামনে কোন অনারব ভাষার বাক্য পাঠ করবে, তখন তুমি বলবে—এর অনুবাদ কর। তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন তুমি তিনটি শাখা সম্বন্ধে জেনে নিবে, যেগুলো সেজদা অবস্থায় তাদের সম্মুখে আসে। তুমি

সেই শাখাগুলো বের করে প্রকাশ্য জায়গায় আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিবে। আইয়াশ বলেন ঃ আমি হেমইয়ারে পৌছে আদেশ অনুযায়ী কাজ করলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছিলেন, তাই হল।

জলবসীর নামে পত্র প্রেরণ

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) আমর ইবনুল আসকে পত্রসহ আম্মানের বাদশাহ্ জলবসীর কাছে প্রেরণ করেন। সে বলল ঃ আমি কয়েকটি কারনে এই নবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি যে বিষয়ের আদেশ করেন, প্রথমে নিজে তা করেন এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন, প্রথমে নিজে তা ত্যাগ করেন। বিজয় লাভের কারণে গর্ব ও অহংকার করেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ জয়ী হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে না। তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি নবী।

বনী-হারেছার কাছে পত্র প্রেরণ

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-হারেছা ইবনে আমরকে পত্র লিখেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। আমর তাঁর পত্র বালতির পানিতে ধৌত করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এদের জ্ঞানবুদ্ধি ছিনিয়ে নিয়েছেন। এরা ভীরু ও অসহিষ্ণু। তাদের কথাবার্তা মিশ্র। এরা সীমাহীন নির্বোধ। ওয়াকেদী বলেন ঃ আসলেও এই সম্প্রদায়ের কতক লোক স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেও সক্ষম ছিল না।

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন একজন সাহাবীকে জনৈক মুশরিক সরদারের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মুশরিক সর্দার বলল ঃ যে আল্লাহর দিকে আপনি আমাকে দাওয়াত দেন, সে সোনার তৈরী, না রূপার তৈরী, না পিতলের তৈরী? একথা শুনে সাহাবী ফিরে এলেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বজ্রপাতের মাধ্যমে সেই মুশরিককে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেন। দূত সাহাবী তখনও পথিমধ্যেই ছিলেন এবং তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে দিলেন সেই মুশরিক ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও ব্যক্তিবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি আরবের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে অনেক দূত ও প্রতিনিধিদল তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। এই দূতদের আগমনের সময় যে সকল মোজেযা প্রকাশ পেয়েছিল, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

বনী-ছকীফের দূতের আগমন

বায়হাকী ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, ওরওয়া ইবনে মসউদ ছাকাফী রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি সেখানে গেলে ওরা তোমাকে হত্যা করবে। অন্য এক হাদীসে আছে-ওরা তোমার সাথে যুদ্ধ করবে। ওরওয়া বললেন ঃ এরূপ আশংকা নেই। কারণ, তারা আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে। তারা আমাকে নিদ্রিত পেলেও জাগ্রত করবে না। তারপর ওরওয়া আপন কওমের মধ্যে ফিরে গেলেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা মানল না। তিনি তাদেরকে শাস্তির কথা শুনালেন। এতেও কাজ হল না। একদিন তিনি শেষ রাত্রে গাত্রোত্থান করলেন। সোবহে-সাদেক উদিত হলে তিনি আপন কক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে নামাযের জন্যে আযান দিলেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন। জনৈক ছাকাফী ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে তীর মারল এবং তাঁকে হত্যা করল। ওরওয়ার শাহাদতের খবর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ ওরওয়ার দৃষ্টান্ত ইয়ামীন (আঃ)-এর সঙ্গীর অনুরূপ। সে-ও তার কওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার ফল স্বরূপ নিহত হয়েছিল। ওরওয়ার শাহাদতের পর বনী-ছাকীফের উনিশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাদের মধ্যে কেনানা ইবনে আবদে ইয়ালীল ও ওছমান ইবনে আসও ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়েতে আছে-তীর লাগার পর ওরওয়া বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তিনি আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ওরওয়া ইবনে মাসউদ গায়লান সালামাহ্কে বললেন ঃ তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে, আল্লাহ এই নবীর ব্যাপারটিকে কেমন সাফল্যের দ্বার-প্রান্তে পৌছিয়ে দিচ্ছেন। এখন সকলেই ক্রমে ক্রমে তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করেছে। দেশের মানুষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত-কতক তাঁর দিকে আকৃষ্ট এবং কতক ভীত। আমরা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। তিনি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করেন, আমরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তিনি নবী-একথা সত্য। আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, যা এপর্যন্ত কাউকে বলিনি। এই নবীর আবির্ভাবের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নাজরান গিয়েছিলাম। সেখানকার পাদ্রী ছিল আমার বন্ধু। সে আমাকে বলেছিল ঃ হে আবূ ইয়াকূব! তোমাদের মধ্যে একজন নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি তোমাদের হেরেমে আত্মপ্রকাশ করবেন।

তিনিই শেষ নবী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আদ সম্প্রদায়ের মত কাবু করবেন। তিনি যখন জাহির হবেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবেন তখন অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করবে। আমি এসব কথা কখনও কারও কাছে বলিনি। কিন্তু এখন আমি তাঁর অনুসরণ করতে যাচ্ছি। অতঃপর ওরওয়া মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

বায়হাকীর রেওয়াতে ওয়াহাব বলেন ঃ আমি জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ছাকীফ গোত্র যখন ইসলামের বায়আত করে, তখন তাদের অবস্থা কি ছিল? জাবের বললেন ঃ ছাকীফ গোত্র এই শর্ত যোগ করে যে, তারা যাকাত দিবে না এবং জেহাদ করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন যাকাতও দিবে, জেহাদও করবে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে ওছমান ইবনে আবুল আস ছাকাফী বলেন ঃ আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও কেরাআতের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গেছে। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, এই শয়তানের নাম খাতরাব। তুমি যখন এই শয়তানকে অনুভব কর, তখন আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। ওছমান বলেন ঃ আমি তাই করলাম। ফলে আল্লাহ শয়তানকে আমা থেকে বিতাড়িত করলেন।

বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ওছমান ইবনে আবুল আস ছাকাফী বর্ণনা করেন ঃ আমার শরীরে এত ব্যথা ছিল যে, মৃত্যুর আশংকা দেখা দিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলে তিনি বললেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ

(আল্লাহর নাম সহকারে-আমি আল্লাহর ইযযত ও কুদরতের আশ্রয় চাই, যা অনুভব করি, তার অনিষ্ট থেকে)। তুমি এই দোয়া সাতবার পাঠ কর এবং ডান হাতকে ব্যথার স্থানে বুলাও। আমি সর্বদা আমার পরিবারবর্গ ও অন্যদেরকে এই দোয়া পাঠ করার উপদেশ দেই।

বনী-হানীফার দূতদের আগমন

বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুসায়লামা তুল্ কাযযাব তার গোত্রের অনেক লোকজনসহ মদীনায় এসে বলতে লাগল ঃ যদি এই নবী তাঁর পরে নবুওয়তের দায়িত্বভার আমার উপর সোপর্দ করেন, তবে আমি তাঁর অনুসরণ করব। নবী করীম (সাঃ) ছাবেত ইবনে কায়সকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুর-শাখা। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমার কাছে এই শাখাটিরও ভাগ চাও,

তবু আমি তা দিব না। আল্লাহর বিধান থেকে তুমি মুক্ত নও। যদি তুমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তবে আল্লাহ তোমাকে এর বদলা দিবেন। আমি যা দেখেছি এবং যা দেখানো হয়েছে, আমার মনে হয় সেই ব্যক্তি তুমিই। এই ছাবেত ইবনে কায়স আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জওয়াব দিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে গেলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি যা দেখেছি এবং যা দেখানো হয়েছে"-এই বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে দু'টি সোনার কংকণ। এগুলো দেখে আমি খুবই দুঃখিত হলাম। স্বপ্নের মধ্যেই আমার কাছে ওহী এল-কংকণদ্বয়ে ফুঁ মার। আমি ফুঁ মারলে উভয় কংকণ উড়ে গেল। আমি এ স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, আমার পরে দু'জন নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের একজন হবে সানআর সরদার আনামী এবং অপরজন ইয়ামামার সরদার মুসায়লামা।

মোহাম্মদ ইবনে জাফরের দাদা সিনান ইবনে আলাক ইয়ামানী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বনী হানীফার প্রথম দূত হয়ে আগমন করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাথা ধৌত করতে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ইয়ামামার ভাই, বসে যাও এবং মাথা ধুয়ে নাও। অতঃপর আমি তাঁর মাথা ধোয়া থেকে বেঁচে যাওয়া পানি দিয়ে নিজের মাথা ধৌত করলাম। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি আমার জন্যে একটি পত্র লিখলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার জামার একটি খণ্ড প্রদান করুন, যাতে আমি তদ্দ্বারা বরকত লাভ করি। তিনি আমাকে তাঁর জামার একটি খন্ড দান করলেন। মোহাম্মদ ইবনে জাবের বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন যে, সেই খণ্ডটি তাঁর কাছে থাকত। তিনি রোগীদেরকে জামার টুকরা ধোয়া পানি পান করাতেন এবং তারা আরোগ্য লাভ করত।

আবদুল কায়সের দূতের আগমন

আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথাবার্তার মধ্যে এরশাদ করলেন ঃ এই দিক থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসবে, যারা পূর্বদিকের লোকজনদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত ওমর (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সেই দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি তেরজন উষ্ট্রারোহীর দেখা পেলেন। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ আমরা বনী-আবদুল কায়সের লোক।

ইবনে সা'দ ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সকালে দিগন্তের পানে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ উষ্ট্রারোহীদের একটি দল পূর্ব দিক থেকে আগমন করছে। তারা ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে না। এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে তারা তাদের উটগুলোকে শীর্ণ করে ফেলেছে। অনেকে পাথেয় নিঃশেষ করেছে। তাদের সরদারের একটি আলামত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! আবদুল কায়সকে ক্ষমা কর। তারা আমার কাছে দুনিয়া অন্বেষণ করতে আসেনি। তারা পূর্ব দিককার সর্বোত্তম মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ ব্যক্তি আগমন করলেন। তাদের সরদার ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ কে? তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি।

এই আবদুল্লাহ শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ও দেখতে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি বললেন ঃ পুরুষদের চামড়া দিয়ে না মশক তৈরী হয়, না অন্য কোন কাজে আসে। তাদের কাছে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু–একটি জিহ্বা, অপরটি অন্তর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার দু'টি স্বভাব আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। আবদুল্লাহ বললেন ঃ স্বভাব দু'টি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ একটি সহনশীলতা, অপরটি গাম্ভীর্য। আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ স্বভাবগুলো পরে সৃষ্টি হয়েছে, না মজ্জাগত? উত্তর হল ঃ না এগুলো তোমার মজ্জাগত স্বভাব।

হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হিজরের অধিবাসী বনী আবদুল কায়েস রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। কথাবার্তার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের দেশে অমুক ধরনের খেজুর আছে, যার নাম তোমাদের কাছে এই। আর অমুক প্রকার খেজুর আছে, যার নাম এই। এভাবে তিনি হিজরের সকল প্রকার খেজুরের প্রচলিত নামসহ উল্লেখ করলেন। প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, যদি আপনি হিজরে জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলেও সেখানকার খেজুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তার চেয়ে বেশী হত না, যা এখন আছে। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখানে তোমাদের উপস্থিতির সময় তোমাদের ভূখণ্ড আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আমি সবকিছু দেখে নিয়েছি। তোমাদের এক প্রকার খেজুর আছে বরনী, যা অসুখ-বিসুখে ফলপ্রদ।

আহমদ ও তিবরানীর রেওয়ায়েতে ওয়াসে বর্ণনা করেন ঃ আমি এবং আশাজ্জ উষ্ট্রারোহীদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গে একজন জিনে ধরা ব্যক্তি ছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মামা জিনে ধরা। আপনি তাঁর জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে আন। আমি নিয়ে গেলে তিনি রোগীর চাদরের একটি প্রান্ত ধরে উপরে তুললেন। এমনকি, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি রোগীর পিঠে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন, বের হয়ে যা। রোগী সম্মুখে এসে ঠিক ঠিক তাকাতে লাগল। সে আর পূর্বের মত ছিল না। এরপর হুযূর (সাঃ) তাকে নিজের কাছে বসালেন এবং তার জন্যে দোয়া করলেন। তার মুখমণ্ডলে হাত বুলালেন। এই দোয়ার পর আমার মামা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কেউ ছিল না।

আহমদের রেওয়ায়েতে বনী আবদুল কায়সের জনৈক প্রতিনিধি বর্ণনা করেন–আশাজ্জ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ভূখন্ড শীতপ্রধান এবং সেখানকার আবহাওয়া আমাদের অনুকূল নয়। যখন আমরা মদ্যপান ছেড়ে দেই, তখন আমাদের রঙ বদলে যায় এবং পেট বড় হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে এই পরিমাণ মদ্যপানের অনুমতি দিন (তিনি হাতের তালু খুলে এই পরিমাণ দেখালেন)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে আশাজ্জ! যদি আমি এই পরিমাণ পান করার অনুমতি দেই, তবে তোমরা এই পরিমাণ পান করে ফেলবে। (তিনি দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে এই পরিমাণ নির্দেশ করলেন।) আর এই পরিমাণ শরাব পান করে তোমরা মাতাল অবস্থায় আপন ভাইয়ের পায়ের গোছায় তরবারি মারবে এবং আহত করে দিবে। তখন প্রতিনিধি দলে হারেছ নামক এক ব্যক্তি ছিল, যার পায়ের গোছায় জখম ছিল। ঘটনা ছিল এই যে, হারেছ কোন এক মহিলা সম্পর্কে স্তুতিগাথা রচনা করেছিল, যাতে মহিলার আপাদমস্তক সৌন্দর্য বিবৃত হয়েছিল। মদ্যপানের মজলিসে সে এই স্তুতিগাথা পাঠ করলে এক ব্যক্তি তার পায়ের গোছায় তরবারি মারল। ফলে সে আহত হয়ে যায়। হারেছ বর্ণনা করে, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখে শরাবের নিন্দা শুনে কাপড় দিয়ে আমার গোছা আবৃত করতে লাগলাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্বেই সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দেন।

বনী-আমেরের প্রতিনিধি দলের আগমন

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, বনী আমেরের একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তাদের মধ্যে ছিল আমের ইবনে

তোফায়ল, আরবাদ ইবনে কায়স ও খালেদ ইবনে জা'ফর। এরা কওমের সরদার ও শয়তান প্রকৃতির লোক ছিল। এরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার কুমতলব নিয়ে এসেছিল। সেমতে আমের আরবাদকে বলল ঃ আমরা যখন এই নবীর কাছে পৌছব, তখন আমি তাঁর মুখমণ্ডল তোমার দিকে করে দিব। সেই মুহূর্তেই তুমি তাঁকে তলোয়ার মেরে দিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমের বলল ঃ হে মোহাম্মদ! আমাকে বিদায় দিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমের বলল ঃ আল্লাহর কসম আমি এই শহরকে লাল রঙের ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা পূর্ণ করে দিব এবং আপনার স্থান সংকীর্ণ করে দিব। এরপর আমের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে আমের ইবনে তোফায়ল থেকে হেফাযতে রাখ।

বাইরে আসার পর আমের আরবাদকে বলল ঃ তুমি আক্রমণ করলে না কেন? আরবাদ বলল ঃ আমি যতবারই আক্রমণের ইচ্ছা করেছি, ততবারই তুমি মাঝখানে এসে পড়েছ। আমি কি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম? এরপর ওরা আপন আপন শহরের পানে রওয়ানা হয়ে গেল। পথিমধ্যে আমের প্লেগে আক্রান্ত হল এবং বনী-সলুলের এক নারীর গৃহে মারা গেল। অবশিষ্টরা দেশে ফিরলে কওমের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ কি খবর আনলে? আরবাদ বলল ঃ না, সে আমাদেরকে এমন বস্তুর এবাদত করতে বলে, যাকে সম্মুখে পেলে আমি তরবারি মেরে খন্ড-বিখন্ড করে দিতাম। এই কথার দু'দিন পর আরবাদ উট বিক্রি করতে বের হলে আকাশ থেকে বজ্রপাত হল এবং উটসহ আরবাদ জাহান্নামে পৌছে গেল। বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমের ইবনে তোফায়লের প্রতি বদদোয়া করতে থাকেন। তার বদদোয়া ছিল এরূপ ঃ

হে আল্লাহ! আমাকে আমের ইবনে তোফায়ল থেকে নিরাপদ কর এবং তার প্রতি বিনাশকারী ব্যাধি নাযিল কর। শেষপর্যন্ত আমের প্লেগ রোগে মারা যায়।

আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এভাবে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেন-আমি ছিলাম ইসলামের প্রথম সারির দুশমন। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি ইসলাম থেকে দূরে সরে রয়েছি। বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি এবং বেঁচে রয়েছি। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমাকে অপমানের দুঃসহ বোঝা

বইতেই হবে। মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিতরূপেই কোরায়শদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও আমি কোরায়শদের পক্ষে উপস্থিত ছিলাম। সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় চলে গেলেন এবং মক্কার কোরায়শরা ফিরে এল। আমি মনে মনে বললাম ঃ আগামী বছর মোহাম্মদ (সাঃ) সঙ্গীগণসহ মক্কায় প্রবেশ করবেন। এরপর না মক্কায় অবস্থান করার জায়গা থাকবে, না তায়েফে। আমি তো ইসলাম থেকে দূরেই থাকতে চাই। তাই দেশত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি তো বলি যে, সকল কোরায়শ মুসলমান হয়ে গেলেও আমি হব না।

মোটকথা, আমি মক্কায় এসে আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে সমবেত করলাম। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিত। তারা প্রত্যেক ব্যাপারে আমার সাথে সলাপরামর্শ করত। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমাদের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা কিরূপ? তারা বলল ঃ তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা জান মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারটি এখন গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাঁর বিজয়ী হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আমি মনে করি, আমাদের নাজ্জাশীর কাছে চলে যাওয়া উত্তম। মোহাম্মদ (সাঃ) প্রবল হয়ে গেলে নাজ্জাশীর শাসনাধীনে থাকা মোহাম্মদের শাসনাধীনে জীবন যাপন করা অপেক্ষা শ্রেয় হবে। আর যদি কোরায়শরা বিজয়ী হয়, তবে আমরাই হব খ্যাতনামা ও যশস্বী। সকলেই বলল ঃ চমৎকার অভিমত। আমি বললাম ঃ তা হলে নাজ্জাশীর জন্য উপঢৌকন সংগ্রহ কর। আমাদের দেশ থেকে নাজ্জাশীর কাছে চামড়া রফতানী করা হত। নাজ্জাশীর কাছে এটা খুব সমাদৃত ছিল। সেমতে আমরা বিপুল পরিমাণে চামড়া সংগ্রহ করে নাজ্জাশীর দেশে পৌছে গেলাম। সে সময় সেখানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দূত আমর ইবনে উমাইয়া খমরীও পৌছে গেল। সে একটি পত্র নিয়ে গিয়েছিল, যাতে উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিয়ের বিষয়বস্তু ছিল। আমর ইবনে উমাইয়া নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের পর চলে গেল। আমি আমার সঙ্গীগণকে বললাম ঃ আমি নাজ্জাশীর কাছে আমর ইবনে উমাইয়াকে দাবী করব, যাতে তাকে আমার হাতে তুলে দেয়। যদি তাকে পেয়ে যাই, তবে কোরায়শদের খুশী করার জন্যে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। অতঃপর আমি নাজ্জাশীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সেজদা করলাম। নাজ্জাশী আমাকে মারহাবা বলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি উপঢৌকন এনেছ? আমি বললাম ঃ জাঁহাপনা, আপনার জন্যে অনেক চামড়া উপঢৌকন স্বরূপ এনেছি। আমি চামড়াগুলো তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি খুব পছন্দ করলেন। কিছু চামড়া পাদ্রীদের মধ্যে বন্টন

করলেন এবং অবশিষ্টগুলো এক জায়গায় রেখে দিলেন। নাজ্জাশীকে হাসিখুশি দেখে আমি বললাম ঃ জাঁহাপনা, এই মাত্র এক ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে বিদায় হয়েছে। সে আমাদের শত্রুর দূত, এই শত্রু আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় রেখেছে এবং আমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। আপনি এই দূতকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব। একথা শুনে নাজ্জাশী হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং আমার মুখে সজোরে এক চড় বসালেন। আমার মনে হল যেন আমার নাক ভেঙ্গে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল এবং আমার কাপড় রঞ্জিত করতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে আমার লজ্জার সীমা রইল না। অপমানে ও ক্ষোভে আমার মনে হচ্ছিল যে, ধরণী দ্বিধা হলে আমি তাতে ঢুকে পড়তাম! রক্ত বন্ধ হলে আমি নাজ্জাশীকে বললাম ঃ জাহাঁপনা! আমার কথাটি আপনার কাছে এত অসহনীয় হবে জানতে পারলে আমি কখনও একথা বলতাম না। নাজ্জাশী বললেন ঃ তুমি সেই ব্যক্তির দূতকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে চাইছ, যাঁর কাছে সেই জিবরাঈল আগমন করেন, যিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর কাছে আগমন করতেন। এসব কথা শুনে আমার মনের অবস্থা বদলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, যে সত্যকে আরব-অনারব নির্বিশেষে অনেকে উপলব্ধি করেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জাঁহাপনা, আপনি এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতরূপে সাক্ষ্য দেই। তুমি আমার কথা মেনে এই নবীর আনুগত্য কর। আল্লাহর কসম, তিনি সত্য নবী। তিনি প্রতিপক্ষের উপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন, যেমন মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি এই নবীর পক্ষে আমার কাছ থেকে বয়আত নিবেন? তিনি হ্যাঁ বলে আপন হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার কাছ থেকে বয়আত নিলেন।

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে আপন গৃহে নির্জনবাসী হয়ে গেলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি ঘরের বাইরে যান না কেন? আপনার কি হয়েছে? আমর বললেন ঃ আবিসিনিয়ার লোকেরা বলে যে, তোমরা যাকে নিয়ে এমন অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছ, তিনি একজন নবী।

ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন বললেন ঃ আজ রাতে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। পরে আমর ইবনুল আসকে আসতে দেখা গেল। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

দওস গোত্রের দূতদের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, দওস গোত্রের মহিলা উম্মে শুরায়কের স্বামী আবুল আকর মুসলমান হয়ে হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ) সঙ্গে হিজরত করেন। উম্মে শুরায়ক বলেন ঃ এরপর আবুল আকরের আত্মীয়রা আমার কাছে এসে বলল ঃ সম্ভবতঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। আমি বললাম ঃ হ্যা, আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। অতঃপর তারা আমাকে একটি ধীরগতি, কষ্টদায়ক ও দুষ্টমতি উটে সওয়ার করিয়ে দিল। তারা আমাকে মধু দিয়ে রুটি খাওয়াত এবং এক ফোঁটা পানিও দিত না। দ্বিপ্রহরে যখন উত্তাপ খুব বেড়ে গেল, তখন তারা উট থেকে নেমে গেল এবং কম্বল দিয়ে তাঁবু খাড়া করে নিল। কিন্তু আমাকে প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই ছেড়ে দিল। রৌদ্রতাপে আমার বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিকল হয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত তারা আমাকে এমনিভাবে রাখল। তৃতীয় দিন আমাকে বলল ঃ তুমি যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, সেটি ছেড়ে দাও। আমি তাদের কথা কিছুই বুঝলাম না। কারণ আমার ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে গিয়েছিল। আমি আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলে তাওহীদের ইশারা করতে লাগলাম। আমি যুগপৎ এই আযাব সয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের উপর বালতির শীতলতা অনুভব করলাম। আমি বালতি ধরলাম এবং তা থেকে এক শ্বাসে পানি পান করলাম। এরপর বালতিটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলন্ত রয়েছে এবং আমার নাগালের বাইরে রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমার কাছে বালতি আনা হল। আমি এক শ্বাসে পানি পান করতেই বালতি তুলে নেওয়া হল। আমি বালতির দিকে দেখছিলাম। বালতিটি আবার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল। অতঃপর তৃতীয়বার বালতিটি আমার দিকে আনা হল। এবার আমি বালতি থেকে মন ভরে পানি পান করলাম এবং মাথায়, মুখমণ্ডলে এবং কাপড়েও পানি ঢেলে নিলাম। লোকেরা যখন তাদের তাঁবু থেকে বাইরে এল, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কাছে পানি কোত্থেকে এল? আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ অবস্থা দেখে তারা বলে উঠল ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তোমার রবই আমাদের রব। এখানে তুমি যা কিছু পেয়েছ, তোমার রবের কাছ থেকেই পেয়েছ। এরপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) দিকে হিজরত করল। আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত।

বনী-সুলায়মের প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, কদর ইবনে আম্মার মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে যায়। সে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) কথা দেয় যে, তার কওমের এক

হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসবে। এরপর গোত্রের নয়শ লোককে নিয়ে মদীনায় আসে। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এক হাজর পূর্ণ হল না কেন? তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ও বনী-কেনানার মধ্যে বর্তমানে যুদ্ধ চলছে। তাই একশ ব্যক্তি গোত্রের মধ্যে রয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ কাউকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারাও চলে আসে। এ বছর কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না। অতঃপর লোক পাঠিয়ে অবশিষ্ট একশ ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হল। তাঁরা হাদাত নামক স্থানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে দেখা করলেন। একবার দূর থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে তারা আতকে উঠল এবং বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের শত্রুপক্ষ এসে গেছে। তিনি বললেন ঃ ভয় নেই। যারা আসছে, তারা সুলায়েম ইবনে মনসূর–শত্রুপক্ষ নয়।

যিয়াদ হেলালীর আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দূতরূপে আগমন করে মুসলমান হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁর মাথায় পবিত্র হাত রেখে নাক পর্যন্ত বুলিয়ে নেন। বনী হেলাল বর্ণনা করত, আমরা সর্বদা যিয়াদের মুখমণ্ডলে বরকতের চিহ্ন দেখতে পেতাম। জনৈক কবি যিয়াদের প্রশংসায় বলেছিল ঃ

ঃ হে সেই ব্যক্তি! যার মাথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র হাত বুলিয়েছেন এবং মসজিদে দোয়া করেছেন। আমি কেবল যিয়াদকেই বুঝাতে চাচ্ছি।

যিয়াদের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র হাতের নূর চমকিতে থাকে।

আবূ সুবরার ঘটনা

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুবরা ইয়াযীদ ইবনে মালেক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে দূতরূপে আগমন করেন। তাঁর দুই পুত্র সুবরা ও আযীযও তাঁর সাথে ছিল। আবূ সুবরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার হাতের পশ্চাৎভাগে একটি ফোঁড়া আছে, যে কারণে উটের লাগাম ধরে রাখতে কষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ফলকহীন তীর আনিয়ে তদ্দারা ফোঁড়ার উপর মারলেন এবং তার উপর নিজের হাত বুলালেন। এতেই ফোঁড়া অদৃশ্য হয়ে গেল।

জরীরের আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জরীর বাজালী বর্ণনা করেন, আমি মূল্যবান পোশাক পরে মসজিদে প্রবেশ করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবা দিচ্ছিলেন। মসজিদের

লোকেরা আমাকে দেখতে শুরু করল। আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আমার কথা উল্লেখ করেছেন? সে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার প্রশংসা করেছেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি খোতবার মধ্যে সামনে এল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই দরজা দিয়ে তোমাদের কাছে এয়ামনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগমন করবে। তাঁর মুখমণ্ডলে রাজকীয় আলামত রয়েছে।

আবূ নয়ীমের রেওয়াতে জরীর বলেন ঃ আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারতাম না—পড়ে যেতাম। একথা রসূলুল্লাহকে (সাঃ) জানালে তিনি আপন পবিত্র হাত আমার বুকে মারলেন এবং আমার জন্যে এই বলে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানাও। তাঁর এই দোয়ার প্রভাবে এরপর আমি কখনও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাইনি।

বনী তাঈ-এর দূতদের আগমন

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, বণী তাঈ-এর প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাদের মধ্যে যায়দ আল–খায়লও ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নাম রাখলেন যায়দ আল-খায়র। তিনি যখন দেশে ফিরে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে মদীনার জ্বর থেকে বাঁচতে পারবে না। সে মতে প্রতিনিধি দল যখন নজদ ভূমিতে প্রবেশ করল তখন যায়দ আল খায়র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সেখানেই ইন্তেকাল করলেন।

বুখারীর রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হাতেম তাঈ বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে উপবাসের কথা বলল। অন্য একব্যক্তি এসে রাহাজানির অভিযোগ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আদী! তুমি জীবিত থাকলে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহিনী মহিলা হীরা থেকে একাকিনী রওয়ানা হবে এবং মক্কায় এসে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করবে। আল্লাহ ছাড়া তাঁর মনে কোন ভয় থাকবে না। আমি মনে মনে ভাবলাম তা হলে বনী তাঈ-এর সেই সব ডাকাত কোথায় যাবে, যারা সমগ্র জনপদে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করে রেখেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন ঃ তুমি বেঁচে থাকলে পারস্য-রাজের ধনভাণ্ডার করতলগত করবে। আমি ব্যাখ্যা চেয়ে বললাম, ঃ কেসরা ইবনে হরমুযের ধনভাণ্ডার? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কেসরা ইবনে হরমুযের ধনভান্ডার। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি বেঁচে থাকলে আরও দেখবে যে, একব্যক্তি তার উভয় হাতে সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে এবং কোন প্রার্থী খুঁজে

ফিরবে। আদী বলেন ঃ আমি উষ্ট্রারোহিনী মহিলাদেরকে দেখেছি, যারা কূফা থেকে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে এসে কা'বার তাওয়াফ করত। পারস্য রাজের ধনভাণ্ডার যারা জয় করেছিল, তাদের মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম। এখন তোমরা বেঁচে থাকলে তৃতীয় বিষয়টি তোমরা দেখে নিয়ো যা এই যে, সোনারূপা গ্রহনকারী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বায়হাকী বর্ণনা করেন, এই তৃতীয় বিষয়টি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত কালে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তিনি আড়াই বছর খলিফা ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ধনসম্পদ নিয়ে তাঁর কাছে আসত এবং বলত, আপনি দরিদ্রদের মধ্যে এ গুলো বন্টন করে দিন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজির পরও যাকাত-সদকা গ্রহণ করার মত ফকীর পাওয়া যেত না। অবশেষে ধন-সম্পদ ফিরে আসত এবং মালিক এসে নিয়ে যেত। কেননা, তাঁর শাসনামলে কেউ নিঃস্ব ছিল না।

তারেক ইবনে আবদুল্লাহর আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে তারেক ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমরা মদীনায় এসে নগর-প্রাচীরের নিকটেই সওয়ারী থেকে নেমে গেলাম এবং পোশাক পরিধান করতে লাগলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এল। তাঁর দেহে দু'টি চাদর ছিল। সে আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যাবেন? আমরা বললাম ঃ মদীনা। সে বলল ঃ কি প্রয়োজনে যাবেন? আমরা বললাম ঃ মদীনার খেজুর নিব। আমাদের সঙ্গে এক মহিলাও ছিল এবং লাগাম পরিহিত লাল উটও ছিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল ঃ এই উট বিক্রয় করবেন? আমরা বললাম ঃ এত ছা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করব। লোকটি মূল্য হ্রাস করতে চাইল না এবং উটের লাগাম ধরে রওয়ানা হয়ে গেল। সে যখন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল, তখন আমরা পরস্পরে বলতে লাগলাম ঃ একজন অচেনা লোককে মূল্য আদায় না করেই উট দিয়ে দিলাম। এটা কেমন হল? আমাদের সঙ্গিনী মহিলা বলে উঠল ঃ তোমরা ভেবো না। লোকটির মুখমণ্ডল দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারবে না। তাঁর মুখ মণ্ডল পূর্নিমার চাঁদের মতই ভাস্বর ছিল। আমি তোমাদের উটের মূল্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এই কথাবার্তা চলছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন। তোমাদের উটের মূল্য বাবদ খেজুর নিয়ে এসেছি। এগুলো মেপে নাও।

হাযরামাউতের দূতদের আগমন

বুখারী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওয়ায়েল ইবনে হজর বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওত প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হই। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁর সাহাবীগণ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের আগমনের সংবাদ তিন দিন পূর্বেই আমাদেরকে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ হাযরামাউতের দূতগণ এসে মুসলমান হয়ে গেল। মুখরিম ইবনে মাদীকারিব আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, যাতে আমার মুখের পক্ষাঘাত রোগ দূর হয়ে যায়। হুযূর (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ মুখরিম ইবনে মাদীকারিব একটি প্রতিনিধি দলের সাথে শরীক হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসেন। ফিরে যাওয়ার পর তিনি মুখের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এরপর আরও একটি প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাঁরা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সরদার মুখের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর জন্যে ঔষধ বলে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ একটি সূচ গরম করে চোখের পাতার উপর বুলিয়ে দেবে। এতেই আরোগ্য লাভ করবে। তোমরা এখান থেকে যেয়ে কি বলেছিলে, যে কারণে এই ঘটনা ঘটল? মোটকথা, মুখরিমের এ চিকিৎসাই করা হল এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, হাযরামাউত থেকে কুলায়ব ইবনে আসাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসেন এবং এই কবিতা পাঠ করেন ঃ হে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা হাযরা মাউতের বনভূমি থেকে উটে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে এসেছি দু মাসের বিপদসংকুল সফরের পর। আমরা পুণ্য প্রার্থী।

নিঃসন্দেহে আপনি সেই প্রতিক্ষিত নবী, যাঁর আলোচনা আমরা করতাম এবং যাঁর আগমনের সংবাদ তওরাত ও ইনজীল দিয়েছে।

আশআরী গোত্রের আগমন

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমাদের কাছে একটি দল আগমন করবে, যারা নম্রপ্রাণ। এরপর আশআরী গোত্র আগমন করল। তাদের মধ্যে আবূ মূসা আশআরীও ছিলেন।

মুয়াম্মার রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! নৌকারোহীদেরকে প্রাণে রক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ নৌকা পার হয়ে গেছে। এরপর বললেন ঃ তারা আসছে। তাদেরকে একজন সাধু ব্যক্তি নিয়ে আসছে। এই নৌকারোহীরা ছিল আশআরী গোত্র এবং তাদেরকে যে নিয়ে আসছিলেন, তিনি ছিলেন আমর ইবনে হুমুক খোযায়ী। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কোত্থেকে

এলে? আমর বললেন ঃ আমরা যুবায়দ থেকে এসেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে বরকতের দোয়া করলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আকীলের আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আকীল বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা সকলেই তাঁর কাছে পৌঁছে মসজিদের দরজার সামনে উট বসিয়ে দিলাম। তখন আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি। কিন্তু কথাবার্তা বলার পর তাঁর কাছ থেকে যখন উঠলাম তখন তাঁর চেয়ে প্রিয় কোন মানুষ ছিল না। আমাদের একজন বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মত রাজত্ব প্রার্থনা করেন না কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ নিশ্চিতরূপেই তোমাদের নবী আল্লাহর কাছে হযরত সোলায়মান (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়া বা বর দেন। কোন কোন পয়গাম্বর সেই দোয়া দুনিয়ার ব্যাপারে করেছেন। আল্লাহ তা কবুল করেছেন। কেউ কেউ আপন সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও এই দোয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু আমি সেটি আখেরাতের জন্যে সংরক্ষিত রেখেছি। আমি হাশরের দিন আমার উম্মতের জন্যে শাফায়াত করব।

মুযায়না গোত্রের দূতদের আগমন

আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে নো'মান ইবনে মুকরিন বর্ণনা করেন ঃ আমি মুযায়না ও জাহবান এবং গোত্রের চারশ' লোকের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তিনি সকলকে কিছু কিছু বিধান দিলেন, অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ তাদের সকলকে পাথেয় দিয়ে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে (এই পরিমাণ) পাথেয় নেই। হুযূর (সাঃ) পুনরায় বললেন ওমর, তাদেরকে পাথেয় দিয়ে দাও। অগত্যা হযরত ওমর (রাঃ) সমজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষ খুললেন, যেখানে সামান্য পরিমানে খেজুর ছিল। কাফেলার সকলেই সেখান থেকে খেজুর নিল। সকলের শেষে আমি আমার অংশ নিলাম। কিন্তু খেজুরের স্তুপ পূর্ববৎই ছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটি খেজুরও কমেনি।

আহমদ, তিবরানী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে রোকা ইবনে যায়ীদ বর্ণনা করেন ঃ আমরা চারশ' উষ্ট্রারোহী রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা আহারের আবেদন করলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ ওমর, তাদেরকে আহার করাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এই পরিমাণ আহার্য নেই। কেবল কয়েক ছা'খেজুর শিশুদের খাওয়ার জন্যে রাখা আছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ ওমর, তুমি কথা শুন এবং মেনে নাও। ওমর বললেন আমি শুনলাম এবং মেনেও নিব। অতঃপর তিনি গৃহে গেলেন এবং সকলকে একটি কক্ষে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ খাওয়া শুরু কর। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী খেজুর নিতে শুরু করল। সকলের শেষে আমি খেজুর নিলাম। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, যেন খেজুরের স্তুপ থেকে একটি খেজুরও কমেনি।

বনী-সহীমের দূতদের আগমন

রিশাতী রেওয়ায়েত করেন যে, বণী সহীমের দূতদের মধ্য থেকে আকসাম ইবনে সালামা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে দেশে ফিরে গিয়ে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে বললেন। তিনি তাদেরকে পানির একটি সোরাহী দিলেন এবং এতে মুখের থুতু কিংবা কুলীর পানি ঢেলে দিলেন। তিনি বললেন ঃ বণী সহীমকে এই পয়গাম পৌঁছাও যে, তাঁরা যেন এই পানি মসজিদে ছিটিয়ে দেয় এবং সর্বদা মাথা উঁচু রাখে। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে তাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। রাবী বলেন ঃ বণী-সহীমের কোন ব্যক্তি মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণ করেনি এবং কেউ খারেজীও হয়নি।

বনী-শায়বানের দূতদের আগমন

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে কায়লা বিনতে মাখরামা বর্ণনা করেন, বণী-শায়বানের দূতদের সঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি তখন উভয় হাত পদদ্বয়ের মধ্যে বৃত্তের মত করে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তাঁর সাথে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই অবলা নারী কাঁপছে। আমি তাঁর পিঠের দিকে ছিলাম। তিনি আমাকে দেখেন নি। তবুও বললেন ঃ হে অবলা নারী, বিচলিত হয়ো না। শান্ত থাক। একথা শুনতেই আমার মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, তা খতম হয়ে গেল।

বনী-আসরার দূতদের আগমন

বর্ণিত আছে বনী-আসরার এক প্রতিমার মধ্য থেকে লোকেরা কিছু অদ্ভুত কথাবার্তা সম্বলিত আওয়াজ শুনতে পায়। অতঃপর সমল ইবনে আমর আযরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে মুসলমান

হয়ে যায়। প্রতিমার মুখে যা যা শুনেছিল, তা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ সেই প্রতিমায় একটি জিন এসে আস্তানা গেড়েছে। সে মুসলমান হয়ে গেছে।

বনী-নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমন

আবূ নঈম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দল আগমন করলে "মোবাহালা" তথা পারস্পরিক অভিসম্পাতের আয়াত অবতীর্ণ হল। তারা বলল ঃ আমাদেরকে তিন দিনের সময় দিন। তারা বনূ কুরায়যা ও বণূ-নুযায়েরের কাছে যেয়ে পরামর্শ করল। তারা মোবাহালায় না যেয়ে সন্ধিস্থাপনের পরামর্শ দিল। বলল, তিনি সেই নবী, যার উল্লেখ আমরা তওরাত ও ইনজীলে পাই। সে মতে নাজরান বাসীরা এই শর্তে সন্ধি করল যে, রাজস্ব বাবদ প্রতি বছর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'হাজার মূল্যবান বস্ত্রজোড়া দেবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নাজরানবাসীদের উপর আযাব অবধারিত ছিল। যদি তারা মুবাহালা করত তবে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদের মূল উৎপাটিত হয়ে যেত।

জারাশের প্রতিনিধি দলের আগমন

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, বনী-আসাদের প্রতিনিধি দলে ছরদ ইবনে আবদুল্লাহ ও আগমন করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে তাঁর কওমের মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন ঃ তোমার সঙ্গে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। ছরদ জেহাদের জন্যে বের হলেন। তিনি দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত জারাশ অবরোধ করে রইলেন। এরপর সেখান থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন। তিনি যখন কশর নামক পাহাড় অতিক্রম করছিলেন, তখন জারাশ বাসীরা মনে করল যে, ছরদ পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যাচ্ছেন। সে মতে তারা তাঁর খোঁজে বের হল। কিন্তু যখন ছরদের সম্মুখবর্তী হল, তখন ভীষণ মোকাবিলা হল। জারাশবাসীরা দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করল। তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শকর কোথায়? তারা বলল ঃ শকর নয়, আমাদের এখানে কশর নামক পাহাড় আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কশর নয়, শকর। এই পাহাড়ের নিকটে কোরবানীর উট যবেহ করা হয়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আপন কওমের নিরাপত্তার দোয়া চাইল তিনি দোয়া করলেন। তারা কওমের মধ্যে ফিরে গেল

এবং জানতে পারল যে, ছরদের আক্রমনে কওমের বহুলোক নিহত হয়েছে। অতঃপর জারাশের অবশিষ্ট লোকেরা মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ ফরওয়া ইবনে আমর জুযামী রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে আম্মানের গভর্ণর ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। এ খবর পেয়ে রোমসম্রাট তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ তুমি এই ধর্ম ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কোন এলাকার বাদশাহ করে দেব। ফরওয়া বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম ছাড়ব না। আপনি জানেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু আপনি রাজত্বের মোহে পড়ে এটা প্রকাশ করেন না। অতঃপর রোম সম্রাট ফরওয়াকে বন্দী করলেন এবং কিছুদিন পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেন।

ফেযারার প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ ও রায়হাকী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে বণী-ফেযারার প্রতিনিধি দল আগমন করল। তারা ছিল উনিশ জন। তাদের একজন আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জনবসতিগুলোতে অনাবৃষ্টির কারণে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেছে। বাগানসমূহ শুকিয়ে গেছে। জনসাধারণ বুভুক্ষু হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। ছয় দিন পর্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিযোগ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে আরোহণ করে দোয়া করলেন। এ দোয়ার পর আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হয়ে গেল।

বনী-মুররার প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীতে বণী-মুররার প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল। তিনি তাদেরকে ক্ষেতখামারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। ফল-ফসল এবং গবাদি পশু নেই বললেই চলে।

হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। তারা দেশে ফিরে দেখল যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরপর বিদায় হজ্বের সময় তাদের একব্যক্তি এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা দেশে ফিরে জানলাম যে, যেদিন আপনি দোয়া করেছিলেন, সেদিনই বৃষ্টি হয়েছিল। এরপর প্রতি পনের দিন অন্তর বৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষেতখামারে

প্রচুর পানি। ঘাস এত বেড়ে গেছে যে, উট বসে বসেই খায় ছাগলরা গৃহের আশে পাশেই ঘাস খেয়ে পেটভরে এবং ধারে কাছেই থাকে। একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার হামদ ও শোকর করলেন।

দারীদের প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সাআদ রেওয়ায়েত করেন ঃ তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দারী গোত্রের দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল। তাদের মধ্যে তামীম দারীও ছিলেন। তাদের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। তামীম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশী রোমকদের দু'টি গ্রাম আছে–একটি জরী ও অপরটি বায়াতে আইনূন। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শামে বিজয় দান করেন, তবে এ দু'টি গ্রাম আমাকে প্রদান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এ দু'টি গ্রামই তোমার। অতঃপর তিনি তামীমের নামে গ্রাম দু'টি লিখে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে শাম বিজীত হলে তিনি গ্রাম দু'টো তামীমকে (রাঃ) দিয়ে দেন।

ইমাম মুসলিম ফাতেমা বিনতে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তামীম দারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নৌকায় সমুদ্র ভ্রমন করেন। পথ ভুলে যাওয়ার কারণে তিনি এক অচেনা দ্বীপে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি এক দীর্ঘকেশী রমনীকে দেখলেন। সে আপন কেশ টেনে টেনে পথ চলছিল। তিনি রমনীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমার নাম জাসসামা। তামীম বললেন ঃ এখানকার অবস্থা বর্ণনা কর। রমণী বলল ঃ আমি তোমাকে কোন খবর বলব না। তুমি দ্বীপে যেয়ে ঘুরাফেরা কর। নিজেই সবকিছু জানতে পারবে। সেমতে তামীম দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এক বন্দীকে দেখতে পেলেন। বন্দী তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি কে? তামীম বললেন ঃ আমরা আরবের লোক। সে বলল ঃ তোমাদের মধ্যে একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা কি? তামীম বললেন ঃ আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। সে বলল ঃ তিনি ভালই করেছেন। আচ্ছা, আইনে যর সম্পর্কে বল। আমরা বললে সে শুনামাত্রই সজোরে লম্ফ দিল এবং প্রাচীরের উপরে চড়ে যাওয়ার উপক্রম করল। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল ঃ বিসিয়ান খেজুর বাগানের কি হল? আমরা বললাম ঃ তার ফল পেকে গেছে। এটা শুনে সে পূর্বের ন্যায় সজোরে লম্ফ দিল, অতঃপর বলল ঃ আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাইয়েবা ছাড়া সকল শহরে ঘুরাফেরা করব। ফাতেমা বলেন ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে। এই মদীনা হচ্ছে তাইয়েবা আর সেই বন্দী হচ্ছে দাজ্জাল।

হারেছ ইবনে আবদে কেলালের আগমন

হারেছ ইবনে আবদে কেলাল হেমইয়ারী এয়ামনের একজন বাদশাহ ছিলেন। সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত ও গৌরবদীপ্ত ব্যক্তি আসছে। এরপর হারেছ আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। হুযূর (সাঃ) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর জন্যে বিছিয়ে দিলেন।

বনীল বুকার আগমন

ইবনে সা'দ, ইবনে শাহীন ও ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ নবম হিজরীতে বনিল বুকার তিন ব্যক্তি আগমন করে—মোয়াবিয়া ইবনে সা'দ, তদীয় পুত্র বিশর এবং নজী ইবনে আবদুল্লাহ। তাদের সঙ্গে আবদে আমর নামক এক ব্যক্তিও ছিল। মোয়াবিয়া আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার পুত্র বিশরের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশরের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাকে মেটে রঙের একটি ভেড়া দান করলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। জা'দ বলেন ঃ বণিল বুকা প্রায়ই দুর্ভিক্ষের শিকার হত; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা কোন দুর্ভিক্ষে পতিত হয়নি। মোহাম্মদ ইবনে বিশর ইবনে মোয়াবিয়া এক কবিতায় বলেন ঃ

ঃ আমার পিতা সেই ব্যক্তি, যাঁর মাথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত বুলিয়েছেন এবং তাঁর জন্যে কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করেছেন। তিনি আমার পিতাকে উচ্চ বংশীয় ও অধিক দুগ্ধবতী ভেড়া দান করেছেন।

এ সকল ভেড়া সকাল বিকাল প্রচুর পরিমানে দুধ দিত। এ দান দাতার মতই বরকতময় ছিল। আমি আজীবন তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাকব।"

বুখারী ও বগভী রেওয়ায়েত করেন ঃ ছায়েদ ইবনে আলা ইবনে বিশর আপন পুত্রের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসেন। তিনি তাঁর মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন এবং বরকতের দোয়া করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে এ কারণে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য ছিল। সে যে বস্তুর উপর হাত বুলাত, তা রোগ ও দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

নজীবের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ নজীব গোত্রের দূতগণ নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল! সে

রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার অভাব পূরণ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার আবার কিসের অভাব? বালক বলল ঃ আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার মাগফেরাত করেন, আমার প্রতি রহম করেন এবং আমার অন্তরে অভাবমুক্ততা সৃষ্টি করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ

অর্থাৎ. হে আল্লাহ, তার মাগফেরাত কর, তার প্রতি রহম কর এবং তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দাও।

প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে গেল। দশম হিজরীতে হজ্বের মওসুমে মিনায় সেই প্রতিনিধি দলটি পুনরায় আগমন করল। হুযূর (সাঃ) তাদের কাছে সেই বালকের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা তাকে অশেষ সৌভাগ্য নছীব করেছেন। তাঁর মত অল্পেতুষ্ট মানুষ দ্বিতীয়টি নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আশা করি সে সর্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে মৃত্যুবরন করবে।

সালমানের প্রতিনিধি দলের আগমন

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন, সালমানের প্রতিনিধি দল দশম হিজরীর শওয়াল মাসে আগমন করে। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের শহর কেমন? তাঁরা বলল ঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িত। আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন যাতে আমাদের শহর বর্ষণসিক্ত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِهِمْ فِىْ بِلَادِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের শহরকে সিক্ত কর।

তাঁরা আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি দোয়ার জন্য হাত তুলুন। আপনি হাত তুললে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। হুযূর (সাঃ) মুচকি হেসে এই পরিমাণে হাত তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। প্রতিনিধি দল আপন শহরে ফিরে গেল। সেখানে তাঁরা দেখল যে, যেদিন এবং যে সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন, ঠিক তখনি বৃষ্টি হয়েছিল।

জিনদের দূতদের আগমন

আবূ নঈম বলেন ঃ জিনদের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে তেমনি ইসলাম গ্রহণ করত, যেমন মানব-প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করত।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ছুফ্ফার অধিবাসীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাতের খানা খাওয়ানোর জন্যে এক একজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাকী রইলাম কেবল আমি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাকী গারকাদে পৌঁছলেন। আপন লাঠি দ্বারা একটি বৃত্ত এঁকে আমাকে তার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এর বাইরে পা রাখবে না। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। আমি খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে দেখছিলাম। হঠাৎ কাল ধূলা উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ভাবলাম তাঁর কাছে চলে যাই। সম্ভবত ঃ এরা হাওয়াযেন গোত্রের যোদ্ধা। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করার জন্যে প্রতারণা পূর্বক আগমন করেছে। আমি আরও ভাবলাম যে, লোকজন ডেকে আনি। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) এ নির্দেশও আমার মনে ছিল যে, এখান থেকে বের হবে না। আমি শুনলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছেন এবং তাদেরকে বসতে বলছেন। তারা বসে গেল। ভোর হওয়ার কাছাকাছি সময়ে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করল। হুযূর (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ এরা ছিল জিনদের প্রতিনিধি দল। তারা আমার কাছে পাথেয় দেওয়ার আবেদন করেছিল, এখন তারা যে হাড্ডি পাবে, তাতে পূর্ণমাত্রায় গোশত বিদ্যমান থাকবে এবং যে গোবর পাবে, তার মধ্যেই খাদ্য বিদ্যমান পাবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায মসজিদে পড়ালেন। বাইরে আসার সময় তিনি বললেন ঃ আজ রাতে কে আমার সাথে জিনদের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাবে? আমি তাঁর সাথে গেলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করে আমরা এক প্রশস্ত ভূখণ্ডে উপস্থিত হলাম। আমাদের সামনে দীর্ঘদেহী লোকজন আগমন করল। তারা তাদের পায়ের মাঝখানে কাপড় ধুতির মত করে জড়িয়ে রেখেছিল। তাদেরকে দেখে ভয়ে আমার পদযুগল কাঁপতে লাগল। তাদের নিকটে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে আমার জন্যে একটি বৃত্ত এঁকে আমাকে তাতে বসিয়ে দিলেন। এরপর আমার ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে গেলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করলেন। তারা সকাল পর্যন্ত সেখানে রইল। তিনি ফিরে এসে বললেন ঃ আমার সঙ্গে এস। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ পিছন ফিরে দেখ তো তাদেরকে দেখা যায় কি না? আমি বললাম ঃ প্রচুর কাল ছায়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাটির দিকে মাথা নীচু করলেন এবং একটি হাড্ডি ও গোবর তুলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তারা আমার কাছে পাথেয় চেয়েছিল। আমি পাথেয় স্বরূপ হাড্ডি ও গোবর নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমার জন্যে পাথর নিয়ে এস। আমি এস্তেঞ্জা করব। হাড্ডি আর গোবর আনবে না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে সিরিয়ার নছীবাইনে বসবাসকারী জিনরা এসেছিল। তারা আমার কাছে পাথেয় চাইলে আমি দোয়া করেছি, তারা যে হাড্ডি ও গোবর পায়, তাতে যেন তাদের খাদ্য থাকে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মদীনায় জিনদের একটি মুসলমান দল আছে। যদি কেউ কিছু দেখে, তবে তিন দিন পর্যন্ত আযান দেবে। এরপরও দেখলে তাকে হত্যা করবে। কারণ, সে শয়তান।

আবূ নঈম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে জিনদের দূত দ্বীপ থেকে আগমন করে। কিছুদিন অবস্থান করার পর ফেরার সময় পাথেয় তলব করে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে তো এই মুহূর্তে তোমাদেরকে দেবার মত কিছু নেই। তবে তোমরা যে হাড্ডি পাবে, তাতে গোশত এসে যাবে এবং যে গোবর পাবে, তা খোরমা হয়ে যাবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাড্ডি ও গোবব দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি খয়বর থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হলে দু'ব্যক্তি তার পিছু নিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল ঃ তোমরা উভয়েই ফিরে যাও। অতঃপর সে পথিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল ঃ এরা উভয়েই ছিল শয়তান। আমি ওদেরকে তোমার কাছ থেকে দূর করে দিয়েছি। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) আমার সালাম বলে দেবে, আর বলবে ঃ আমি আমার কওমের যাকাত আদায় করছি। জমা দেয়ার যোগ্য হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেব। লোকটি যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছল এবং ঘটনা বর্ণনা করল, তখন তিনি একাকী সফর করতে নিষেধ করে দিলেন।

আবুশ শায়খ ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে বেলাল ইবনে হারেছ বলেন ঃ আমরা একবার নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে আরাজ নামক স্থানে অবতরণ করলাম। আমি তাঁর নিকটে পৌছে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছিল যেন অনেক মানুষ ঝগড়া-বিবাদ করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে হেসে বললেন ঃ আমার সামনে মুসলমান জিন ও কাফের জিনরা তাদের বিবাদ পেশ করেছে। তারা আমার কাছে থাকার জায়গা চেয়েছে। আমি মুসলমান জিনদের হবসে এবং মুশরিক জিনদেরকে গওরে থাকার জায়গা দিয়েছি। রাবী বর্ণনা করেন, গ্রাম ও পাহাড়ের নাম হবস এবং পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় গওর। হবসে বিপদে পড়লে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু গওরে রক্ষা নেই।

খতীবের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) এমন তিনটি মোজেযা দেখেছি যে, তাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ না হলেও আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনতাম। আমরা এক মরুভূমিতে গেলাম। মরুভূমির সম্মুখে রাস্তা বন্ধ ছিল। হুযূর (সাঃ) সেখানে মলত্যাগ করলেন। সেখানে আলাদা আলাদা জায়গায় দু'টি খেজুর বৃক্ষ ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের এই বৃক্ষ দু'টিকে এক জায়গায় চলে আসতে বল। আমি তাই করলাম। উভয় বৃক্ষ এক জায়গায় এসে এমনভাবে মিলিত হয়ে গেল, যেন তারা একই মূল শিকড় থেকে উদগত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উযূ করলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাঁর পবিত্র উদর থেকে যা কিছু নির্গত হয়েছে, আমি তা খেয়ে নিব। কিন্তু আমি দেখলাম, মাটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি মলত্যাগ করেননি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু মাটির প্রতি আদেশ আছে নবীগণের উদর থেকে নির্গত বস্তু যেন সে গোপন করে ফেলে। এরপর উভয় বৃক্ষ পৃথক হয়ে স্বস্থানে চলে গেল। এরপর আমাদের চলার পথে একটি কাল সাপ দেখা গেল। সে তার ফণা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কানের কাছে রেখে কিছু কানাকানি করল। এরপর এমন অদৃশ্য হয়ে গেল যেন মৃত্তিকা তাকে গিলে ফেলেছে। আমি আরয করলাম, হুযূর, আপনি এই সাপ দেখে ভয় পাননি? তিনি বললেন ঃ এটি সাপ নয়, জিনদের দূত। জিনরা একটি সূরা ভুলে যাওয়ার পর ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি তার সামনে কোরআন শরীফ তুলে ধরেছি।

এরপর আমরা একটি গ্রামে পৌছলাম। একদল লোক চাঁদের মত সুন্দর একটি উন্মাদ বালিকাকে নিয়ে আমাদের সামনে এল। তারা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বালিকার জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন এবং বালিকাটির উপর যে জিনের আছর ছিল সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোর সর্বনাশ হোক। আমি আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ। তুই এই বালিকার কাছ থেকে চলে যা। একথা বলতেই বালিকা তার মুখের উপর নেকাব টেনে নিল। তার লজ্জাশরম ফিরে এল এবং সে সুস্থ হয়ে গেল।

জাহ্জাহের আগমন

ইবনে আবী শায়বা রেওয়ায়েত করেন যে, জাহজাহ্ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অতিথি হলে তিনি তার জন্যে একটি ছাগলের দুধ দোহন করতে বললেন। জাহজাহ্ তা পান করে ফেলে। এরপর একটি একটি করে সে সাতটি ছাগলের দুধ নিঃশেষে পান করে ফেলে। পরদিন সকালে জাহজাহ মুসলমান হয়ে গেলে

তার জন্য একটি ছাগলের দুধ আনা হল। সে তা পান করে ফেলল। কিন্তু দ্বিতীয় ছাগলের দুধ পুরোপুরি পান করতে পারল না। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মুমিন এক অন্ত্রে পান করে, আর কাফের সাত অন্ত্রে পান করে।

রাশেদ ইবনে আবদে রাব্বিহির আগমন

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে রাশেদ ইবনে আবদে রাব্বিহি বলেন ঃ রিহাতের নিকটে মুয়াল্লায় সুওয়া' নামক একটি প্রতিমা ছিল।

বনু যুফর নৈবেদ্য দিয়ে আমাকে তার কাছে প্রেরণ করল। আমি সকাল বেলায় সুওয়া'র পূর্বে আরও একটি প্রতিমার কাছে পৌছলাম। আমি হঠাৎ তার পেট থেকে এক আওয়াজদাতাকে বলতে শুনলাম ঃ

العجب كل العجب من خروج نبى من بنى عبد المطلب
يحرم الزنا والربا والذبح الاصنام

অর্থাৎ, আশ্চর্যের বিষয়, বনী আবদুল মুত্তালিব থেকে একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ব্যভিচার, সুদ, মূর্তির নামে যবেহ হারাম করেন।

এরপর দ্বিতীয় প্রতিমার পেট থেকে এই আওয়াজ বের হল ঃ যিমার পরিত্যক্ত হয়েছে, যার এবাদত করা হত। আহমদ আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি নামায পড়েন, যাকাত দেন এবং রোযা রাখেন।

এরপর তৃতীয় মূর্তির পেট থেকে এই আওয়াজ এল ঃ

যিনি মরিয়ম-তনয়ের পর নবুওয়ত ও হেদায়াতের অধিকারী হয়েছেন, তিনি একজন কোরায়শী এবং সুপথপ্রাপ্ত। তিনি অতীতের ও ভবিষ্যতের খবর দেন।

রাশেদ বলেন ঃ ফজরের সময় আমি দেখলাম, শৃগাল সুওয়া'র কাছে রাখা প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে। প্রসাদ খাওয়ার পর শৃগালরা তার উপর আরোহণ করে পেশাব করে দিল। এ দৃশ্য দেখে রাশেদ এই কবিতা বললেন ঃ শৃগালরা যার গায়ে পেশাব করে দেয়, সে কি কারো উপাস্য হতে পারে? সে তো আসলে খুবই ঘৃণিত বস্তু।

এটা হিজরতের পরের ঘটনা। রাশেদ স্বস্থান থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌছলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। রাশেদ তাঁর কাছে একখন্ড ভূমি প্রার্থনা করলে তিনি রিহাতে তা দিয়ে দেন। তাকে পানির একটি কলসও দেন— যা পানিতে পূর্ণ ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে মুখের লালা মিশ্রিত করে রাশেদকে বললেন ঃ এই পানি মাটিতে ঢালবে এবং অবশিষ্ট পানি

মানুষ নিতে চাইলে বাধা দিবে না। রাশেদ তাই করলেন। সেই পানি থেকে উৎপন্ন একটি ঝরণা আজ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। রাশেদ এই মাটিতে খেজুরের বাগান করেছিলেন। সমগ্র রিহাত অঞ্চলের লোকেরা এই পানিই পান করত। সেখানকার অধিবাসীরা একে 'মাউর রাসূল' বলে এবং রোগ-ব্যাপিতে পান করে আরোগ্যও লাভ করে।

হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, হাজ্জাজ ইবনে ইলাত আপন সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির সাথে উটে সওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। পথে রাত হয়ে যাওয়ায় তিনি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দাঁড়িয়ে এই কবিতা পাঠ করতে থাকেন—

আমি আমার এবং আমার সঙ্গীদের জন্যে দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জিন থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর হাজ্জাজ কাউকে পাঠ করতে শুনলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ
اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, শহরে পৌছে হাজ্জাজ এ ঘটনা কোরায়শদের কাছে বর্ণনা করলে তারা বলল ঃ এই আয়াত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এখন মদীনায় আছেন। এরপর হাজ্জাজ মুসলমান হয়ে গেলেন।

রাফে' ইবনে ওমায়রের ইসলাম গ্রহণ

খারায়েতীর রেওয়ায়েতে সায়ীদ ইবনে জুবায়র বর্ণনা করেন ঃ বনী তামীমের একব্যক্তি রাফে' ইবনে ওমায়র বলেছেন ঃ আমি এক রাতে বালুকাময় ভূমিতে সফর করছিলাম। নিদ্রা এলে পর আমি আঁতকে উঠে বললাম ঃ اَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِىْ مِنَ الْجِنِّ —আমি এই উপত্যকা-প্রধানের কাছে জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হঠাৎ এক বৃদ্ধ জিন আমার সামনে এসে বলল ঃ তুমি যখন কোন ভয়ংকর মরুভূমিতে যাও, তখন একথা বলবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْوَادِىْ —আমি মোহাম্মদের রব আল্লাহর কাছে এই

উপত্যকার জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, জিনদের শাসন বাতিল হয়ে গেছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মোহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি নবী। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোথায় থাকেন? সে বলল ঃ ইয়াসরিবে। একথা শুনে আমি উটে সওয়ার হয়ে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখে আমার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

হাকাম ইবনে কাইয়ানের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে মেকদাদ ইবনে আমর বলেন ঃ আমি হাকাম ইবনে কাইয়ানকে বন্দী করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বিরত রইল এবং ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করল।

হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কোন্ আশায় তাকে বারবার ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহর কসম, সে শেষ পর্যন্ত মুসলমান হবে না। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী করীম (সাঃ) হযরত ওমরের (রাঃ) প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শেষ পর্যন্ত হাকাম মুসলমান হয়ে গেল।

আবূ সুফরার আগমন

ইবনে মান্দা ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বয়আতের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তার পরনে ছিল হলদে রঙের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া। সে আঁচল টেনে টেনে অহংকার ভরে আসছিল। সে ছিল সুন্দর, দীর্ঘদেহী, গম্ভীর ও স্পষ্টভাষী। নবী করীম (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমি কাতে (ছিন্নকারী) ইবনে সারেক (চোর) ইবনে যালেম (অত্যাচারী)। আমার পিতামহ ছিলেন জলন্দী। তিনি নৌকা ছিনতাই করতেন। আমি বাদশাহ এবং বাদশাহযাদা। এত যমকালো পরিচয় শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কেবল আবূ সুফরা। সারেক, যালেম ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ কর। সে বলল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি আল্লাহর সত্য রসূল। আমার আঠার সন্তান। সর্বশেষ সন্তানটি কন্যা, যার নাম আমি সুফরা রেখেছি।

ইকরামা ইবনে আবূ জাহলের আগমন

হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আবূ জাহল আমার কাছে এসেছে এবং বয়আত হয়েছে। অতঃপর খালেদ মুসলমান হলে কেউ বলল ঃ হুযূর, আল্লাহ তা'আলা আপনার স্বপ্ন খালেদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা সত্য করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খালেদের ইসলাম গ্রহণ ভিন্ন ব্যাপার। এ স্বপ্ন অন্যের দ্বারা সফল হবে। অবশেষে আবূ জাহলের পুত্র মুসলমান হয়ে গেলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করল।

হাকেম উম্মে সালামাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আবূ জাহলের জন্যে জান্নাতে ফলন্ত খেজুর বৃক্ষ দেখেছি। অতঃপর ইকরামা মুসলমান হলে আমি বললাম ঃ এটিই হচ্ছে সেই ফলন্ত খেজুর গাছ।

ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইকরামা ইবনে আবূ জাহল সখর আনসারীকে হত্যা করলে সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসলেন। জনৈক আনসারী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসলেন, অথচ আপনার কওমের এক ব্যক্তি আমাদের কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার হাসির কারণ এটা নয়, বরং কারণ এই যে, ঘাতক এই ব্যক্তিকে হত্যা করে এখন নিজে তার পর্যায়ে চলে গেছে।

নাখা' গোত্রের দূতের আগমন

ইবনে শাহীন রেওয়ায়েত করেন যে, নাখার দূতগণ দশম হিজরীর মুহররম মাসে আগমন করেন। তাদের নেতা ছিলেন যারারা ইবনে আমর। যারারা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি পথিমধ্যে একটি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। আমি একটি মাদী গাধা দেখেছি, যাকে আমি আপন গৃহে রেখে এসেছি। সে একটি লালিমাযুক্ত কদাকার ছাগলছানা প্রসব করেছে। আমি অগ্নি দেখেছি, যা ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে। আমি নো'মান ইবনে মুনযিরকে দেখেছি, যার কানে কানফুল, হাতে বাজুবন্দ এবং পরনে দু'টি সুগন্ধিযুক্ত বস্ত্রজোড়া রয়েছে। আমি একজন সাদা-কাল কেশবিশিষ্টা বৃদ্ধাকে মাটি থেকে বের হতে দেখেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি বাড়িতে একটি মন মোহিনী গর্ভবতী বাঁদী রেখে এসেছ। যারারাহ বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তাই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে

একটি শিশু প্রসব করেছে, যে তোমারই পুত্র। যারারা বললেন ঃ তা হলে সেই পুত্র সন্তান কদাকার কেন? তিনি এরশাদ করলেন ঃ তোমার কুষ্ঠ রোগ আছে এবং তুমি তা গোপন কর। যারারা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার কুষ্ঠ আছে। আল্লাহর কসম, আপনি ছাড়া কেউ তা জানে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই কদর্যতা কুষ্ঠের কারণেই। যে অগ্নি তুমি দেখেছ, সেটি একটি ফেতনা বা গোলযোগ, যা আমার পরে সংঘটিত হবে। যারারা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে ফেতনাটি কি? তিনি বললেন ঃ জনসাধারণ তাদের ইমামকে হত্যা করবে এবং এত কলহ করবে যে, মুমিনের রক্তপাত পানির মত স্বাদযুক্ত ও সহনীয় হয়ে যাবে। তুমি মরে গেলে ফেতনা হবে তোমার পুত্রের সামনে, আর জীবিত থাকলে তোমার সামনে হবে।

যারারা আরয করলেন ঃ আপনি দোয়া করুন, এই ফেতনার সময় আমি যেন জীবিত না থাকি। হুযূর (সাঃ) যারারার জন্যে দোয়া করলেন। রাবী বর্ণনা করেন, যারারার পুত্র আমর সর্বপ্রথম হযরত উছমান (রাঃ)-এর বয়আত ভঙ্গ করে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নো'মান ও তার পরনে যে সকল বস্তু দেখেছ, তা এজন্যে যে, নোমান আরবের বাদশাহ। তার সৌন্দর্য, গরিমা ও সাজসজ্জা আরও বৃদ্ধি পাবে। আর যে বৃদ্ধাকে দেখেছ, সে হচ্ছে অবশিষ্ট দুনিয়া।

বনী তামীমের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, বনী তামীমের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসে এবং আতারেদ ইবনে হাজেবকে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে সম্মুখে বাড়িয়ে দেয়। আতারেদ ছিল একজন সুবক্তা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতার চমক লাগিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে ছাবেত ইবনে কায়সকে আদেশ দিলেন। ছাবেত বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন না এবং পূর্বে কখনও বক্তৃতা দেননি। তিনি বক্তৃতা চমৎকার দিলেন। বনী তামীমের কবি যবরকান দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে কবিতা পাঠ করার জন্যে হাসসানকে আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ নবীর প্রতিরক্ষায় হাসসান জিবরাঈলের সমর্থন পাবে। হাসসান অত্যন্ত সাবলীলভাবে কবিতা পাঠ করলেন। তাঁর কবিতা শুনে বনী তামীমের লোকেরা বলতে লাগল ঃ আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আল্লাহর সমর্থনপ্রাপ্ত কবি। তাদের বক্তা আমাদের বক্তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং তাদের কবি আমাদের কবি অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। তারা আমাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিদীপ্ত।

কতিপয় বেদুঈনের আগমন

বাযযার ও আবূ নঈম বুরায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট আগমন করে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আপনি আমাকে কিছু দেখান, যাতে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি দেখতে চাও? সে বলল ঃ আপনি এই বৃক্ষকে নিজের কাছে আসতে বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে ডাক। বেদুঈন বৃক্ষের কাছে যেয়ে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোকে ডাকছেন। অমনি বৃক্ষটি এক পাশে ঝুঁকে পড়ল। ফলে, একপাশের শিকড়গুলো ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। অতঃপর অপরদিকে ঝুঁকে পড়লে অপরদিকের শিকড়গুলোও ছিঁড়ে গেল। অতঃপর বৃক্ষটি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে গেল এবং "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলল। বেদুঈন এই মোজেযা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং বলল ঃ যথেষ্ট হয়েছে। রসূল করীম (সাঃ) বৃক্ষকে বললেন ঃ ফিরে যা। বৃক্ষ ফিরে গেল এবং স্বস্থানে দৃঢ় হয়ে গেল। বেদুঈন আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার মাথা ও পা চুম্বন করার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দিলে সে তাঁর মাথা ও পা চুম্বন করল। বেদুঈন আবার বলল ঃ আপনাকে সেজদা করার অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কোন মানুষকে সেজদা করা যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বনী আমের ইবনে সা'সাআর জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বলল ঃ আমি কিরূপে জানব যে, আপনি আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ যদি আমি বৃক্ষের এই শাখাকে নিজের কাছে ডেকে আনি, তবে তুমি আমার রেসালত স্বীকার করে নিবে? সে বলল ঃ নিঃসন্দেহে। সেমতে তিনি বৃক্ষ শাখাকে ডাকলেন। শাখাটি বৃক্ষ থেকে আলাদা হয়ে দৌড়ে চলে এল। আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে আরও আছে, শাখাটি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) সেজদা করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন ঃ ফিরে যা। সে ফিরে গেল। বেদুঈন এই মোজেযা দেখে বলে উঠল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। জনৈক বেদুঈনকে দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ বাড়ী যাচ্ছি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন ভাল কাজের ইচ্ছা আছে কি? বেদুঈন বলল ঃ কি ভাল কাজ? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মোহাম্মদ

আল্লাহর রসূল ও বান্দা। বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার এ কথার সাক্ষী কে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ এই বৃক্ষ সাক্ষী। অতঃপর তিনি মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত বৃক্ষকে ডাক দিলেন। বৃক্ষটি মাটি চিরে চিরে তাঁর কাছে চলে এল। তিনি তার কাছ থেকে তিনবার সাক্ষ্য নিলেন। এরপর বৃক্ষটি স্বস্থানে চলে গেল। বেদুঈন বলল ঃ আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথা মানলে আমি তাদেরকে নিয়ে আপনার কাছে আসব। নতুবা আমি একাই আসব এবং আপনার কাছেই থাকব।

বিদায় হজ্জের সফর

উসামা ইবনে যায়দ রেওয়ায়েত করেন–আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের সফরে রওয়ানা হলাম। বাতনে রাওহায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দিকে একজন মহিলাকে আসতে দেখলেন। তিনি তাঁর উট থামিয়ে দিলেন। মহিলা নিকটে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্র জন্ম থেকেই রোগাক্রান্ত। হুযূর (সাঃ) শিশুটিকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আপন বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর কোলে বসালেন। অতঃপর তার মুখে থুথু দিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন! বের হয়ে যা। আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর শিশুকে মহিলার কাছে দিতে দিতে বললেন ঃ এখন কোন আশংকা নেই।

রসূলে করীম (সাঃ) হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার পথে যখন রাওহায় উপস্থিত হলেন, তখন সেই মহিলা একটি ছাগল ভাজা করে নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) আমাকে (উসামাকে) বললেন ঃ আমাকে ছাগলের বাহু দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ আমাকে বাহু দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম। তিনি তৃতীয়বার বললেন ঃ আমাকে বাহু দিয়ে দাও। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ছাগলের তো বাহু দুটিই হয়। আমি তো দুটিই আপনাকে দিলাম। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি তুমি চুপ থাকতে, তবে আমি যতবার বাহু চাইতাম, ততবারই দিতে পারতে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ দেখ, কোন বৃক্ষ অথবা প্রস্তরখণ্ড আছে কি না? আমি বললাম ঃ আমি খর্জুর বৃক্ষ পরস্পর কাছাকাছি দেখছি। তিনি বললেন ঃ তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাছে যেয়ে বল ঃ তোমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রয়োজনে পরস্পরে কাছে এসে পড়। এমনিভাবে প্রস্তরখণ্ডকেও বলে দাও। আমি তাই করলাম। বৃক্ষরা মাটি চিরে চিরে এসে একত্রিত হয়ে গেল এবং প্রস্তরখণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে বৃক্ষের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) প্রয়োজন সেরে আমাকে বললেন ঃ এগুলোকে স্বস্থানে চলে যেতে বল।

আহমদ, বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ইয়ালা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) তিনটি মোজেযা দেখেছি। একবার আমি তাঁর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা এক উটের কাছ দিয়ে গেলাম। উটটি পানির মশক বহন করত। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখে সে তার ঘাড় মাটিতে রেখে দিল। তিনি উটের মালিককে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এই উটটি কাজের আধিক্য ও খাদ্যের স্বল্পতার অভিযোগ করেছে। তুমি এর সাথে ভাল ব্যবহার কর। এরপর রওয়ানা হয়ে আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম যেখানে তিনি বিশ্রাম নিলেন। একটি বৃক্ষ এসে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) ছায়া দিল। তিনি জাগ্রত হলে বৃক্ষ স্বস্থানে চলে গেল। তিনি বললেন, এই বৃক্ষ আমাকে সালাম করার জন্যে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলে সে অনুমতি পেয়ে যায়।

উম্মে জুনদুব বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) জামরাতুল-আকাবার কাছে দেখলাম। তিনি কংকর নিক্ষেপ করলেন। লোকেরাও কংকর নিক্ষেপ করল। তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হলে এক মহিলা তার শিশুকে নিয়ে এল। শিশুটির উপর ভূতের প্রভাব ছিল। মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি তাকে পানি আনতে বললেন। পানি নিয়ে এলে তিনি তাতে কুলি করলেন এবং দোয়া করে মহিলাকে বললেন ঃ শিশুকে এই পানি পান করাবে এবং গোসল করাবে। উম্মে জুনদুব বর্ণনা করেন, আমি মহিলার পিছনে পিছনে গেলাম এবং বললাম ঃ আমাকে সামান্য পানি দাও। সে আমার হাতে পানি দিল। আমি সেই পানি আমার গুরুতর অসুস্থ পুত্র আবদুল্লাহকে পান করালাম। সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বরকতে আমার পুত্রও জীবন পেল এবং সেই মহিলার শিশুও সুস্থ হয়ে গেল। আবূ নঈম বর্ণনা করেন, সেই শিশুটি বড় হয়ে খুব জ্ঞানীগুণী হয়েছিল।

মুয়াইকীব ইয়ামানী বর্ণনা করেন–আমি বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি মক্কার এক গৃহে গেলাম, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ইয়ামামার এক ব্যক্তি তার নবজাত শিশুকে নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কে? সে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। অতঃপর তিনি তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন। এই শিশু যুবক হওয়া পর্যন্ত আর কথা বলেনি। আমরা তার নাম রাখলাম মোবারকুল ইয়ামামা।

হযরত উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মুসলমানগণ! এ বছরের পর এস্থানে আমি তোমাদের সাথে

মিলিত হব কি না জানি না। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বিষয় ছেড়ে গেলাম। তোমরা এগুলো শক্তভাবে ধরে রাখলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এক, আল্লাহর কিতাব। দুই, আমার সুন্নত।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানী দিবসে উটের উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শিখে নাও। সম্ভবত এরপর আমি হজ্জ করতে পারব না।

হযরত ইবনে ওমর রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানী দিবসে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কোন্ দিন? জওয়াবে কোরবানীর দিন বলা হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী পৌছিয়ে দিয়েছি? উত্তরে বলা হয় ঃ নিশ্চয়ই পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী। অতঃপর তিনি সকলকে 'আলবিদা' অর্থাৎ বিদায় বললেন। মুসলমানরা বলল ঃ এটা বিদায় হজ্জ।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মসজিদে খায়ফে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে একজন আনসারী ও একজন ছকফ আগমন করল। তারা উভয়েই আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা চাইলে আমি বলে দেই তোমরা কি জানতে এসেছ! আর যদি চাও তোমরাই জিজ্ঞাসা করতে থাক, আমি জওয়াব দিতে থাকি। তারা বলল ঃ আপনিই বলুন, যাতে আমাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছকফীকে বললেন ঃ তুমি এসেছ রাত্রিকালীন নামায, রুকু, সেজদা এবং রোযা ও জানাবতের গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে। অতঃপর আনসারীকে বললেন ঃ তুমি জানতে এসেছ যে, তুমি কা'বার উদ্দেশ্যেই আপন গৃহ থেকে বের হয়ে কিভাবে আরাফাতে অবস্থান করবে, কিভাবে মাথা মুণ্ডন করবে, কিভাবে তওয়াফ করবে এবং কিভাবে কংকর নিক্ষেপ করবে! একথা শুনে তারা উভয়েই আরয করল ঃ আল্লাহর কসম, আমরা আপনার কাছে এসব মাসআলাই জানতে এসেছিলাম।

তিবরানী, আবূ নঈম ও হাকেম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঁচটি উট আগমন করে এবং শুয়ে পড়ে, যাতে তিনি যে উট দ্বারা ইচ্ছা কোরবানী শুরু করেন।

আসেম ইবনে হুমায়দ কূফী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ)-কে গভর্নর করে ইয়ামন প্রেরণ করেন। বিদায়ের সময় তিনি তাঁর সাথে বাহির পর্যন্ত আসেন, তাঁকে উপদেশ দেন এবং বলেন ঃ হে মুয়ায, সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। যখন ফিরে

আস, তখন আমার মসজিদ ও আমার কবর দেখবে। একথা শুনে হযরত মুয়ায অশ্রুসজল হয়ে গেলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) হজ্জ করলেন এবং মুয়াযকে ইয়ামন প্রেরণ করলেন। মুয়ায যখন ফিরে এলেন, তখন হুযূর (সাঃ) ইহজগতে ছিলেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন–রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আমাদেরকে হজ্জ করালেন এবং আমাকে আকাবাতুল হুজূনে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি চিন্তান্বিত ও অশ্রুসজল ছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় তাঁর মুখে ছিল মুচকি হাসি। আমি এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি আমার জননীর কবরে গিয়েছিলাম। আমি বাসনা করলাম তিনি যেন জীবিত হয়ে যান এবং আমার প্রতি ঈমান আনেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবনদান করলেন এবং তিনি ঈমান এনেছেন, অতঃপর পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছেন।

বুখারীর রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ একবার আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আসর নামাযের সময় এসে গেল। উযূর জন্যে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি ছিল না। কারও কারও কাছে সামান্য পানি ছিল। সেই সব পানি একটি পাত্রে একত্রিত করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আনা হল। তিনি আপন হস্ত মোবারক পাত্রে রাখলেন। অতঃপর অঙ্গুলিসমূহ খুলে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা উযূ কর। আল্লাহ তা'আলা বরকত দিবেন। আমি দেখলাম, তাঁর অঙ্গুলিসমূহ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। সকলেই উযূ করল এবং পানি পান করল। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শ'।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আসর নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। আমাদের কাছে পানি ছিল না। সামান্য পরিমাণে পানি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হল। তিনি আপন হস্ত মোবারক পাত্রে রেখে দিলেন এবং সকলকে বললেন ঃ উযূ কর। আমি দেখলাম তাঁর পবিত্র অঙ্গুলি থেকে পানি প্রবহমান ছিল। সকলেই এই অলৌকিক পানি দিয়ে উযূ করল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন–একবার নামাযের সময় হলে যাদের গৃহ নিকটে ছিল, তারা আপন আপন গৃহ থেকে উযূ করে এল। কিছু লোক বাকী রয়ে গেল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নাহযাব নামক একটি পাথরের পাত্র আনা হল, যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে হাত খুলতে পারলেন না। কিন্তু সকলেই তাতে উযূ করে নিল। হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? তিনি বললেন ঃ আশি কিংবা তার চেয়ে বেশী।

যিয়াদ ইবনে হারেছ সায়দায়ী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) সফরে ছিলেন। সোবহে সাদেকের সময় তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে চলে গেলেন। ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সায়দায়ী, পানি আছে? আমি বললাম ঃ সামান্য পানি আছে, যা আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে না। তিনি বললেন ঃ এই পানি একটি পাত্রে রেখে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি পানি আনলে তিনি পাত্রে হাত রাখলেন। তাঁর দু'অঙ্গুলি থেকে ঝরনা প্রবাহিত হল। তিনি বললেন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে যার পানির প্রয়োজন আছে, তাকে ডেকে নাও। অতঃপর যার পানির প্রয়োজন ছিল, সে এসে নিয়ে নিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় একটি কূপ আছে, যাতে শীতকালে প্রচুর পানি থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলে আমাদেরকে পানির খোঁজে এদিক-ওদিক যেতে হয়। এখন আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তাই আমাদের জন্যে এই কূপের পানি বেড়ে যাওয়ার দোয়া করুন, যাতে আমরা সারা বছর এই কূপ থেকেই পানি পাই। এদিক-ওদিক যেতে না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাতটি কংকর হাতে নিয়ে দোয়া পড়লেন, অতঃপর বললেন এই কংকরগুলো নিয়ে যাও। কূপে পৌঁছে একটি করে কংকর তাতে আল্লাহর নাম নিয়ে নিক্ষেপ কর। সায়দায়ী বর্ণনা করেন ঃ আমরা হুযূর (সাঃ)-এর কথা মত কাজ করলাম। এরপর এই কূপের তলদেশ কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক জায়গায় পৌঁছার পর হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর কান্নার শব্দ শুনা গেল। হুযূর (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ পিপাসার্ত হয়ে কান্নাকাটি করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডাক দিয়ে কারও কাছে পানি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কারও কাছে এক ফোঁটা পানিও ছিল না। তিনি হযরত ফাতেমাকে বললেন ঃ একজনকে আমার কাছে দিয়ে দাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) পর্দার নীচ দিয়ে একজনকে দিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রন্দনরত দৌহিত্রকে আপন বুকের উপর রাখলেন, অতঃপর আপন জিহ্বা বের করে দিলেন। শিশু জিহ্বা চুষতে লাগল এবং চুপ হয়ে গেল। এরপর অন্যজনকে নিয়েও এমনিভাবে জিহ্বা চুষালেন। তিনিও জিহ্বা চুষে চুপ হয়ে গেলেন। এরপর দৌহিত্রদ্বয়ের কান্না আর শুনা যায়নি।

এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে সফরসঙ্গীরা পিপাসার কথা বললে হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও অপর একজনকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা আমার জন্যে পানি খোঁজ করে আন। তারা উভয়েই গেলেন। তারা একজন মহিলাকে পেলেন, যার কাছে মশকভর্তি পানি ছিল। তারা মহিলাকে বলে— কয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। তিনি পানির একটি পাত্র চাইলেন এবং তাতে মহিলার মশক থেকে পানি আনলেন। অতঃপর সেই পানিতে কুলি করলেন এবং পুনরায় পানি মশকে ঢেলে দিলেন। তিনি মশকের ছোট মুখ খুলে সাহাবীগণকে পানি পান করতে এবং পাত্র ভরে নিতে ডাক দিলেন। সকলেই এসে পানি পান করলেন এবং আপন আপন পাত্র ভরে নিলেন। মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। আল্লাহর কসম, মশক থেকে পানি নেয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হচ্ছিল যেন মশকে পূর্ববৎ পানি রয়ে গেছে এবং এতটুকুও কমতি হয়নি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই মহিলার জন্যে খাবার একত্রিত কর। আমরা তার জন্যে খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলাম। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য একত্রিত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে বললেন ঃ তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, আমরা তোমার পানি ব্যয় করিনি; বরং আল্লাহপাক আমাদেরকে এই পানি পান করিয়েছেন। মহিলা যখন তার পরিবারের লোকদের মধ্যে বিলম্বে পৌঁছল, তখন তারা এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে বলল ঃ আমাকে দু'ব্যক্তি এমন এক লোকের কাছে নিয়ে গেল, যাকে "সাবী" (বিধর্মী) বলা হয়। এরপর সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং দু'অঙ্গুলি দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলল ঃ খোদার কসম, এই আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যত জাদুকর আছে, এই লোকটি তাদের সেরা জাদুকর, কিংবা সে বাস্তবিকই আল্লাহর সত্য নবী। রাবী বর্ণনা করেন, এই মহিলার আশে-পাশে বসবাসকারী মুশরিকদের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করত; কিন্তু যে দলে এই মহিলা থাকত, তাদেরকে কিছুই বলত না। একদিন এই মহিলা তার কওমকে বলল ঃ আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছাপূর্বক তোমাদেরকে এড়িয়ে যায়। তাই তোমাদের উচিত ইসলামকে মেনে নেয়া। এরপর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল।

হুমাম ইবনে নুফায়ল সা'দী বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আমরা একটি কূপ খনন করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পানি লবণাক্ত। হুযুর (সাঃ) আমাকে একটি পানিভর্তি লোটা দিয়ে বললেন ঃ এই পানি কূপে ঢেলে দাও। আমি ঢেলে দিলাম। ফলে, কূপের পানি মিঠা হয়ে গেল। বর্তমানে ইয়ামনে এই কূপের পানি সর্বাধিক মিঠা।

খাদ্যের আধিক্য সম্পর্কিত মোজেযা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি তখন সাহাবীগণের মধ্যে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

তাঁর পেটে কাপড় বাঁধা ছিল। আমি সাহাবীগণের কাছে প্রশ্ন রাখলাম ঃ হুযূর (সাঃ)-এর পেটে কাপড় বাঁধা কেন? তারা বললেন ঃ ক্ষুধার তীব্রতার কারণে। আমি আমার পিতা আবূ তালহার কাছে যেয়ে একথা বললে তিনি আমার জননীর কাছে গেলেন এবং খাবার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন ঃ হ্যাঁ, রুটির টুকরা এবং খেজুর আছে। যদি তিনি আমাদের এখানে একা আসেন, তবে তাঁর পেট ভরে যাবে। আর যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, তবে খাদ্য কম হয়ে যাবে। অতঃপর পিতা আমাকে বললেন ঃ আনাস, তুমি যেয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে দাঁড়িয়ে থাক। যখন সকল সাহাবী চলে যান এবং হুযূর (সাঃ) আপন গৃহের পর্দার কাছে পৌছেন, তখন বলবে যে, আমার পিতামাতা আপনাকে যেতে বলেছেন। অতঃপর আমি পিতার কথামত কাজ করলাম। যখন আমি বললাম যে, আমার পিতামাতা আপনাকে যেতে বলেছেন, তখন হুযূর (সাঃ) সকল সাহাবীকে ফেরত ডেকে নিলেন এবং আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখলেন। গৃহের সন্নিকটে পৌছার পর তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করলাম, তখন সাহাবীগণের আধিক্যের কারণে আমি নিজেও চিন্তান্বিত ছিলাম। আমি পিতাকে বললাম ঃ আব্বাজান, আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ীই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কথাটি বলেছিলাম। কিন্তু তিনি সকল সাহাবীকে ডেকে নিয়ে এখানে এসেছেন। একথা শুনে আবূ তালহা বাইরে এলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে বললেন ঃ আমি আনাসকে একা আসার জন্যে আপনার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যে পরিমাণ লোক আপনার সঙ্গে আছে, সেই পরিমাণ খাবার আমার কাছে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঘরে যাও। যে খাবার তোমার কাছে আছে, তাতেই আল্লাহ বরকত দিবেন। আবূ তালহা ঘরে যেয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তাই একত্রিত করে নিয়ে এস। সেমতে আমরা সব খাবার জমা করে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। তিনি তাতে বরকতের দোয়া করে বললেন ঃ প্রথমে আট ব্যক্তি চলে আস। সে মতে আটজন সাহাবী চলে এলেন। হুযূর (সাঃ) পবিত্র হাত খাবারের উপর রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর। সাহাবীগণ তাঁর অঙ্গুলিসমূহের মাঝখান থেকে খাওয়া শরু করলেন এবং খেয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গেলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আরও আটজন এস। এমনি ভাবে আট আটজন করে মোট আশিজন এসে সম্পূর্ণ পেট ভরে আহার করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সহ আমার পিতামাতাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন ঃ খাও। আমরাও পেটভরে খেলাম। অতঃপর তিনি খাবারের উপর থেকে আপন হাত তুলে নিয়ে বললেন ঃ উম্মে সুলায়ম, তোমার পেশকৃত খাবার এখানে কোথায়

আছে? উম্মে সুলায়ম আরয করলেন ঃ আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ, আমি যদি এই সবগুলো মানুষকে খেতে না দেখতাম, তবে এটাই বলতাম যে, আমার খাবার মোটেই কমেনি।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে বিয়ে করলেন, তখন আমার মা আমাকে বললেন ঃ আনাস, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গতরাতে বিয়ে করেছেন। আমার মনে হয় তাঁর গৃহে খাবার নেই। তুমি ঘরে যে ঘি ও খেজুর আছে, সেগুলো নিয়ে এস। এই খেজুরগুলোর স্বাদ পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। মোটকথা, আমার মা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে "হালীম" রান্না করলেন। তিনি আমাকে এই হালীম হুযূর (সাঃ) ও তাঁর পত্নীর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সেমতে পাথরের একটি খাঞ্চায় আমি সেই হালীম নিয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা গৃহের এক কোণে রেখে দাও এবং যেয়ে আবূ বকর, ওমর, ওছমান, আলী ও অন্যান্য সাহাবীকে ডেকে আন। মসজিদে যারা আছে এবং পথিমধ্যে যাদেরকে পাও, তাদের সবাইকে ডেকে আন। স্বল্প খাবার এবং মেহমানদের প্রাচুর্যের কথা ভেবে আমি বিস্মিত হলাম। যা হোক, আমি ডেকে আনলাম। এত মেহমান হয়ে গেল যে, কক্ষ ও গৃহ জমজমাট হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আনাস, সেই হালীম নিয়ে আস। আমি খাঞ্চা নিয়ে এলাম। হুযূর (সাঃ) তাতে তিনটি অঙ্গুলি রাখলেন। হালীম বেড়ে স্ফীত হতে লাগল এবং মেহমানগণ তা থেকে খেয়ে যাচ্ছিলেন। যখন সকলেরই খাওয়া সমাপ্ত হল, তখন খাঞ্চায় সেই পরিমাণ রয়ে গেল, যা পূর্বে ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই হালীম যয়নবের সামনে রেখে দাও। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ এই হালীম ভক্ষণকারী মেহমানগণের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর।

ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বর্ণনা করেন ঃ আমি সুফফাবাসীদের একজন ছিলাম। সঙ্গীরা আমাকে বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে আমাদের ক্ষুধার কথা বল। সেমতে আমি গেলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তোমার কাছে খাবার আছে? তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কিছু নেই; কেবল কয়েক খণ্ড রুটি আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেটিই নিয়ে এস। অতঃপর তিনি একটি খাঞ্চায় সেগুলো নিলেন এবং পবিত্র হাতে "ছরীদ" তৈরী করলেন। ছরীদ বাড়তে বাড়তে খাঞ্চা ভরে গেল। অতঃপর আমাকে বললেন ঃ তুমি যাও এবং দশজন সঙ্গীকে ডেকে আন। তারা এলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কিনারা থেকে খাও, উপর থেকে খেয়ো না। কেননা, বরকত উপর থেকে আসে। সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেল। ছরীদ যতটুকু ছিল, ততটুকুই রয়ে গেল। অতঃপর তিনি নিজের হাত লাগিয়ে পাত্রে ছরীদ ঠিকঠাক করলেন। খাবার পুনরায় বেড়ে

গেল এবং খাঞ্চা সম্পূর্ণ ভরে গেল। তিনি বললেন ঃ আরও দশজনকে ডেকে আন। মোটকথা, আরও দশজন এল এবং তারাও পেট ভরে খেয়ে নিল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আরও লোক আছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আরও দশজন বাকী আছে। তিনি বললেন ঃ তাদেরকে নিয়ে এস। অতঃপর তারাও এল এবং খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল। খাঞ্চায় যে পরিমাণ ছিল, সেই পরিমাণই বাকী রয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা আয়েশার কাছে নিয়ে যাও।

হযরত সফিয়্যা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমার ক্ষুধা লেগেছে। তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? আমি বললাম ঃ কেবল দু'মুঠ আটা আছে। তিনি বললেন ঃ একে ভাজা করে নাও। আমি আটা পাতিলে ঢেলে রান্না করলাম। তেলের পাত্রে সামান্য ঘি ছিল। হুযূর (সাঃ) সেটি পাতিলে উপুড় করে দিলেন এবং আপন হাত তার উপরে রেখে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, তোমার বোনদেরকে ডাক দাও। কারণ, আমি জানি—আমি যেমন ভুখা, তারাও তেমনি ভুখা হবে। আমি তাদেরকে ডাক দিলাম এবং সকলে মিলে তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। এরপর হযরত আবূ বকর, ওমর ও আরও কয়েকজন এলেন এবং তাঁরাও তৃপ্ত হয়ে খেলেন। এরপরও খাবার বেঁচে গেল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জনৈক বেদুঈন মেহমান আসল। তার খাওয়ার জন্যে কেবল রুটির একটা শুকনা টুকরা ছিল। হুযূর (সাঃ) সেটাই নিয়ে চূর্ণ করে আপন পবিত্র হাতে রাখলেন এবং মেহমানকে ডেকে বললেন ঃ খাও। বেদুঈন তৃপ্ত হয়ে গেল। এরপরও খাবার রয়ে গেল। বেদুঈন বলল ঃ আপনি নিশ্চিতই মহান ব্যক্তি।

আবূ আইউব আনসারী বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবূ বকরের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করলাম। এই খাদ্য তাদের দু'জনের জন্যেই যথেষ্ট হত। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ যাও, সম্ভ্রান্ত আনসারগণের মধ্য থেকে ত্রিশজনকে ডেকে আন। আমার কাছে কিছু নেই, অথচ ত্রিশজনকে ডেকে আনতে হবে—এ বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তাই আমি আদেশ পালনে গড়িমসি করলাম। কিন্তু তিনি আবার বললেন ঃ যাও, ত্রিশ ব্যক্তিকে ডেকে আন। মোটকথা, তারা এল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে খাওয়াও। অতঃপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেল এবং সাক্ষ্য দিল, আপনি আল্লাহর রসূল। বিদায় হওয়ার পূর্বে তারা তাঁর হাতে বয়আত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন ষাটজনকে ডেকে আন। তারাও এল। এমনিভাবে একশ' আশি জন লোক এই খাদ্য ভক্ষণ করল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমরা একশ' ত্রিশ ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারও কাছে খাবার আছে কি? জানা গেল একজনের কাছে এক ছা' গম আছে। সেই গমই পিষে নেয়া হল। এক ব্যক্তি একটি ছাগল এনেছিল। হুযূর (সাঃ) তার কাছ থেকে ছাগলটি ক্রয় করে যবেহ করলেন। ছাগলের গোশ্ত রান্না করা হল এবং কলিজা আলাদা ভাজা করা হল। এরপর হুযূর (সাঃ) প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিকে কলিজার একটি টুকরা দিলেন এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যে এক টুকরা করে আলাদা রেখে দিলেন। ছাগলের গোশত দিয়ে দু'টি পিয়ালা ভর্তি হল। এরপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে গোশত খেল এবং উভয় পিয়ালায় গোশ্ত বেঁচে রইল। সেগুলো উটের পিঠে রেখে দেয়া হল।

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন ঃ আমার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন আমি ক্ষুধাকাতর অবস্থায় রাস্তায় বসেছিলাম। আমার কাছ দিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ) গমন করলেন। আমি তাঁকে কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমার অবস্থা বুঝে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন না। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) গমন করলেন। আমি একই উদ্দেশ্যে তাঁকেও আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনিও আমাকে সঙ্গে নিলেন না। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) সে পথে আগমন করলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার মনের কথা আঁচ করে নিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার সঙ্গে চল। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমিও গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি সেখানে দেখলাম এক পিয়ালা দুধ রাখা আছে। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ দুধ কোথা থেকে এল? গৃহের লোকেরা বলল ঃ অমুক ব্যক্তি আপনার জন্যে হাদিয়া প্রেরণ করেছে। তিনি বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি আরয করলাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তুমি সুফফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে ডেকে আন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ সুফফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন বাসস্থান ও ধন-সম্পদ ছিল না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কোন সদকা এলে তিনি সুফফাবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন তাঁর কাছে কোন হাদিয়া আসত, তখন নিজেও গ্রহণ করতেন এবং সুফফাবাসীদেরকেও তাতে শরীক করতেন। মোটকথা, তাদেরকে ডেকে আনার আদেশ শুনে আমি মনে মনে

কিছুটা ক্ষুণ্ন হলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, এত লোকের মধ্যে এই যৎসামান্য দুধে কি হবে? আমার আশা ছিল যে, ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করার পরিমাণে দুধ আমি পেয়ে গেলে ভাল হত। এখন তো সুফফাবাসীরা এলে হুযূর আমাকেই দুধ বন্টন করতে বলবেন। এমতাবস্থায় এই দুধ থেকে আমি কি আর পাব। মোটকথা, আদেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমি সুফফাবাসীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে বসে গেলেন। হুযূর (সাঃ)বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি বললাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ দুধ নাও এবং তাদেরকে দাও। আমি দুধের পিয়ালা হাতে নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে তুলে দিতাম। সে তৃপ্ত হয়ে পান করে ফিরিয়ে দিলে অন্যের হাতে দিতাম। সে-ও পেট ভরে পান করত। অবশেষে আমি পিয়ালা নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি আমার কাছ থেকে পিয়ালা নিয়ে আপন হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। অতঃপর বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি বললাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আমি আর তুমি বাকী রয়ে গেছি। আমি আরয করলাম ঃ হুযূর, ঠিক বলেছেন। তিনি বললেন ঃ বসে যাও এবং দুধ পান করে নাও। আমি পান করলাম। তিনি বললেন ঃ আরও পান কর। তিনি পরপর আমাকে বললেন ঃ আরও পান কর। আমিও পান করতে লাগলাম। অবশেষে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এখন পেটে আর জায়গা নেই। একথা বলে আমি পিয়ালা তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে অবশিষ্ট দুধ পান করে খতম করে দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক রাতে আমরা কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জাগ্রত হয়ে আমি কিছু খাবার সংগ্রহে ব্যাপৃত হলাম। সেমতে এক দেরহাম দিয়ে আটা ও গোশত ক্রয় করে ফাতেমার কাছে নিয়ে এলাম। ফাতেমা সেগুলো রান্না সমাপ্ত করে আমাকে বলল ঃ আপনি যদি আব্বাজানকেও ডেকে আনতেন! আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি তখন শায়িত ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ঘরে খাবার তৈরী হয়েছে আপনি চলুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আগমন করলেন, তখন উনুনে পাতিল টগবগ করছিল। তিনি বললেন ঃ আয়েশার জন্যে বের করে নাও। ফাতেমা একটি রেকাবীতে তাঁর জন্যে কিছু খাবার বের করে নিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হাফসার জন্যে বের করে নাও। ফাতেমা তাও করলেন। এভাবে এক এক করে তিনি হুযূর (সাঃ)-এর নয় পত্নীর জন্যে খাবার বের করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এখন তুমি তোমার পিতা ও স্বামীর জন্যে বের কর এবং

নিজের জন্যে বের করে খাও। ফাতেমা (রাঃ) বলেন ঃ সকলের খাবার বের করে আমি যখন পাতিল তুললাম, তখন তা উপর পর্যন্ত ভর্তি ছিল। আমরা খুব তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এসে আমাকে বললেন ঃ সুফফাবাসীদেরকে ডেকে আন। আমি ডেকে আনলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি খাঞ্চা রাখলেন, যার মধ্যে সম্ভবত এক মুদের কাছাকাছি যবের খাদ্য ছিল। তিনি নিজের পবিত্র হাত খাদ্যের উপর রেখে বললেন ঃ নাও বিসমিল্লাহ। আমরা সত্তর-আশি জন ছিলাম। সকলেই পেট ভরে আহার করলাম। খাওয়ার পরেও খাদ্য পূর্ববৎ ছিল। কেবল তার উপর অঙ্গুলির চিহ্ন ছিল।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমার জননী খাবার রান্না করে আমাকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে তাঁকে ডেকে আন। আমি যেয়ে চুপি চুপি তাঁকে বললে তিনি সকল সাহাবীকে বললেন ঃ চল। সাহাবীগণের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি ছিল। তিনি বললেন ঃ দশ জন করে এসে খেয়ে যাবে। সকলেই তৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন। কিন্তু খাদ্য পূর্বে যা ছিল, তাই বেঁচে রইল।

হযরত সোহায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে খাবার রান্না করিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালে আমি ইশারার মাধ্যমে তাঁকে চলতে বললাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর যখন তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন আমি আবার ইশারা করলাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি আবার ইশারা করলাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে তারাও চলুন। আমি কেবল আপনার জন্যে সামান্য রান্না করিয়েছিলাম। মোটকথা, সকলেই এলেন এবং খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেন। খাবার বেঁচেও গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থেকে অবশেষে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে যেয়ে বললেন ঃ ফাতেমা, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন, তখন এক প্রতিবেশিনী দু'টি চাপাতি রুটি ও এক টুকরা গোশত প্রেরণ করল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এগুলো একটি পিয়ালায় রেখে দিলেন এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) তাঁর কাছে এলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিয়ালা এনে তাঁর কাছে রেখে ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল পিয়ালা রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফাতেমা, এ খাদ্য তোমার কাছে কোত্থেকে এল? তিনি বললেন ঃ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান করেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ প্রিয় বৎস, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সাইয়েদাতুন্নেসার অনুরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকেও যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, এটা কোত্থেকে এল? তখন তিনি এ জওয়াবই দিতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং পবিত্রা পত্নীগণ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) সকলে মিলে তৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। পিয়ালা পূর্বাবস্থায় খাদ্যে পরিপূর্ণ রয়ে গেল। ফলে, প্রতিবেশীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমাদের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তে দেখে গৃহে গেলাম এবং কিছু রুটি ও ব্যঞ্জন নিয়ে এলাম। আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ, আপনি রাতের খানা এখানেই গ্রহণ করুন। তিনি সাহাবীগণকে বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ বলে খাও। অতঃপর তিনি, সাহাবীগণ এবং পরিবারের লোকগণ সেই খাবার খেলেন। আল্লাহর কসম, খাবার এতটুকুও কমতি হয়নি। তখন চলিশজন উপস্থিত ছিলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) মশক থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন এবং প্রস্থান করলেন। আমি মশকটি সংরক্ষিত করে রাখলাম। অতঃপর এই মশক থেকে আমরা রোগীদেরকে পানি পান করাতে লাগলাম।

মাসউদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে একটি ছাগল প্রেরণ করলাম এবং আপন কাজে চলে গেলাম। তিনি এই ছাগলের গোশতের একটি অংশ আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। গোশত দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ উম্মে খেনাস, এই গোশ্‌ত কোত্থেকে এল? সে বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যে ছাগল পাঠিয়েছিলে, তিনি তার গোশ্‌ত পাঠিয়েছেন। আমি বললাম ঃ তুমি বাচ্চাদেরকে গোশ্‌ত খেতে দাওনি? সে বলল ঃ তাদেরকে দেয়ার পর এটুকু অবশিষ্ট আছে। অথচ আমার পরিবারের লোকদের জন্যে দু'তিন ছাগল যবেহ করলেও যথেষ্ট হত না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একরাতে নবী করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন ঃ গৃহে যেয়ে বল, যে খাবার উপস্থিত আছে, তা যেন দিয়ে দেয়। আমি গেলে গৃহের লোকজন আমাকে এক রেকাবী "আসীদা" (ক্ষীর জাতীয় খাদ্য) ও কিছু খেজুর দিল। আমি সেগুলো নিয়ে এলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মসজিদে যারা আছে, তাদেরকে ডেকে আন। আমি মনে মনে বললাম ঃ খাবার তো খুব কম। মসজিদের লোকজন এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসীদার উপর অঙ্গুলি স্থাপন করলেন এবং কিনারে চাপ দিলেন। অতঃপর লোকজনকে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু কর। সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেল। অতঃপর আমিও খেলাম। যখন রেকাবী উঠালাম, তখন তাতে আসীদা তেমনি ছিল, যেমন আমি রেখেছিলাম। তবে উপরিভাগে অঙ্গুলির চিহ্ন ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি মসজিদে গেলাম। আমার পেটে দারুণ ক্ষুধা ছিল। মসজিদে একদল লোককে দেখলাম। তারাও বলতে লাগল ঃ তীব্র ক্ষুধা আমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে এনেছে। অতঃপর আমরা সকলেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। ক্ষুধার কথা তাকে বললে তিনি একটি খাঞ্চা আনালেন— যার মধ্যে খোরমা ছিল। তিনি প্রত্যেককে দু'টি করে খোরমা দিতে দিতে বললেন ঃ এগুলো দিয়ে তোমাদের আজকার দিন চলে যাবে।

আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন হযরত আবূ বকর তিনজন মেহমান নিয়ে বাড়ীতে এলেন। অতঃপর নিজে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং রাতের খানা সেখানেই খেলেন। বেশ বিলম্বে ফিরে এলে তাঁর পত্নী বললেন ঃ আপনি বাড়ীতে মেহমানদেরকে রেখে চলে গেলেন কেন? হযরত আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মেহমানদেরকে খাবার দাওনি? তিনি বললেন ঃ মেহমানরা খেতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত খাবে না। আবূবকর (রাঃ) বললেন ঃ আমি তো খানা খাব না। মোটকথা, মেহমানরা খাওয়া শুরু করল। তারা যে লোকমাই মুখে দিত, তাই বেড়ে যেত। অবশেষে খাওয়া সমাপ্ত হলে দেখা গেল যে, খাবার পূর্বের চাইতেও বেশী রয়ে গেছে। পত্নী বললেন ঃ এই খাবার পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ বেড়ে গেছে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) সেই খাবার নিজেও খেলেন এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমার উপর তিনটি মুসীবত নাযিল হয়েছে। এক, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত, দুই, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড এবং তিন, আমার খাদ্য থলেটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ খাদ্য-থলের ঘটনা আবার কি? তিনি বললেন ঃ আমরা

নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? আমি আরয করলাম ঃ খাদ্য থলের মধ্যে কিন্তু খেজুর আছে। তিনি বললেন ঃ নিয়ে এস। আমি খেজুরগুলো বের করে তাঁর কাছে আনলে তিনি সেগুলো স্পর্শ করলেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন ঃ দশজন করে ডাক। সেমতে দশজন করে সফরসঙ্গী আসতে লাগল এবং তৃপ্ত হয়ে খেয়ে যেতে লাগল। এভাবে সমগ্র লশকরের আহার সমাপ্ত হল। কিন্তু থলের মধ্যে খাবার এরপরও অবশিষ্ট ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, তোমার যখনই মনে চায় থলের ভেতর থেকে খেজুর বের করে নিয়ো। কিন্তু থলেটি কখনও উপুড় করবে না। আমি নবী করীম (সাঃ), হযরত আবূ বকর ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শাসনামল পর্যন্ত এই থলে থেকে খেজুর বের করে খেয়েছি। কিন্তু হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের সময় আমার গৃহের আসবাবপত্র লুট হয়ে যায়। এতেই আমার খাদ্য-থলেটিও বেহাত হয়ে যায়। আমি এই থলে থেকে দু'শ ওয়াসাকেরও বেশী খোরমা খেয়েছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হয়ে গেলে গৃহে যৎসামান্য যব ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সেই যব খেতে থাকি। কিন্তু যখন যব ওজন করলাম, তখন তা খতম হয়ে গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে গম প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অর্ধ ওয়াসাক গম দিলেন। লোকটির গৃহে যত মেহমান আসত, সে এই গম থেকে তাদেরকে খাওয়াত। এক দিন সে যখন গম পরিমাপ করল, তখন গম খতম হয়ে গেল। সে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদি তুমি পরিমাপ না করতে, তবে যতদিন ইচ্ছা খেতে পারতে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। এক বালক তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, আমি একজন এতীম। আমার একটি বোন আছে। আমার মা নিঃস্ব। আপনি আমাদেরকে খাবার দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে খাওয়াবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ বাড়ী চলে যাও এবং যা পাও নিয়ে আমার কাছে এস। সে একুশটি খেজুর নিয়ে এল এবং হুযূর (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে রেখে দিল। তিনি আপন হাতে নিজের মুখের দিকে ইশারা করলেন। আমরা দেখলাম তিনি বরকতের দোয়া করছেন। অতঃপর বললেন ঃ হে বালক, সাতটি খেজুর তোমার, সাতটি তোমার মায়ের এবং সাতটি তোমার বোনের। একটি খেজুর রাতে খাবে এবং একটি সকালে।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবের (রাঃ)-এর পিতা ছয় কন্যা ও অনেক ঋণ রেখে শহীদ হয়ে গেলে জাবের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার পিতা শাহাদত বরণ করেছেন এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেয়ে খেজুরগুলোকে এক জায়গায় স্তূপীকৃত কর। আমি তা করে হুযূর (সাঃ)-কে ডেকে আনলাম। তিনি স্তূপের চতুর্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং স্তূপের উপর বসে আমাকে বললেন ঃ তুমি মহাজনদেরকে ডেকে আন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে খেজুর মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় আমার পিতার ঋণ শোধ হয়ে গেল। আমি এতেই সন্তুষ্ট হতাম যদি আমার পিতার ঋণ শোধ হয়ে যেত এবং আমি একটি খেজুরও বোনদের হাতে না দিতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে স্তূপের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তা তেমনি ছিল, যেন একটি খেজুরও কমেনি।

বুখারী ও মুসলিম ওয়াহাব ইবনে কায়সান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবেরের পিতা শহীদ হয়ে গেলে তাঁর কাছে জনৈক ইহুদীর ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর পাওনা ছিল। জাবের সময় চাইলে ইহুদী সময় দিতে অস্বীকার করল। জাবের রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আরয করলেন ঃ আপনি ইহুদীকে সময় দিতে বলে দিন। হুযূর (সাঃ) ইহুদীকে বললেন ঃ গাছে যে খেজুর আছে, ঋণের বিনিময়ে সেগুলো কবুল করে নাও। কিন্তু ইহুদী রাযী হল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাগানে গেলেন এবং ঘুরে-ফিরে খেজুর পর্যবেক্ষণ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ জাবের, গাছ থেকে খেজুর নামিয়ে নাও এবং ইহুদীর পাওনা শোধ করে দাও। জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) চলে যাওয়ার পর আমি খেজুর নামিয়ে ইহুদীর ত্রিশ ওয়াসাক শোধ করে দিলাম। এরপরও সতের ওয়াসাক বেঁচে রইল। জাবের এঘটনাটি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খেজুর বাগানে পায়চারি করছিলেন, তখনই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এই খেজুরে অবশ্যই বরকত দেবেন।

বায়হাকী বলেন ঃ এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত নয়। প্রথম হাদীসটি সেই সমস্ত মহাজন সম্পর্কে, যারা একই সময়ে ঋণের শোধ নিতে এসেছিল এবং দ্বিতীয় হাদীস সেই ইহুদী সম্পর্কে, যে পরে এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই সব খেজুর নামানোর আদেশ দিয়েছিলেন, যেগুলো বৃক্ষে অবশিষ্ট ছিল।

আবূ রাজা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। আনসারী বাগানে সেচকার্যে রত ছিল। হুযূর (সাঃ)

বললেন ঃ যদি আমি তোমার বাগান সিক্ত করে দেই, তবে আমাকে কি দেবে? আনসারী বলল ঃ আমি চেষ্টা ও শ্রম সহকারে নিজেই সিক্ত করে নেব। আপনাকে দিয়ে সিক্ত করা সমীচীন হবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তুমি আমাকে একশ' খেজুর দাও। আমি বাগান সিক্ত করে দেব। আনসারী এতে সম্মত হল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ হাতে বালতি নিয়ে নিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বাগান পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি এক শ' খেজুর গ্রহণ করলেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। অতঃপর আনসারীকে তার দেয়া একশ' খেজুর ফিরিয়ে দিলেন।

ঘি-এর মশক ও পানির মশকের ঘটনাবলী

উম্মে শরীক বর্ণনা করেন ঃ আমার কাছে ঘি-এর একটি মশক ছিল। এই মশক থেকে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে ঘি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করতাম। একদিন ছেলেরা ঘি চাইলে আমি মশক থেকে ঘি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আমি মশকটি উপুড় করে তাদেরকে দিয়ে দিলাম। আরও একবার এমনিভাবে উপুড় করে অবশিষ্ট ঘি দিয়ে দিলাম। ফলে ঘি খতম হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি উপুড় করে না ঢালতে, তবে ঘি ফুরিয়ে যেত না।

আনসারী মহিলা উম্মে মালেক বর্ণনা করেন ঃ আমি ঘি-এর একটি মশক নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি বেলালকে ঘি রাখতে বললেন। বেলাল মশকটি নিংড়িয়ে ঘি রাখলেন, অতঃপর মশকটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি ঘরে ফিরে মশকটি ঘিয়ে পরিপূর্ণ দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ এটা সেই বরকত, যার ছওয়াব আল্লাহ তোমাকে দ্রুত দান করেছেন।

বাহযিয়া গোত্রের মহিলা উম্মে আওস বলেন ঃ আমি ঘি রান্না করে একটি মশকে ভরে নিলাম এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করলাম। তিনি হাদিয়া কবুল করলেন এবং মশকে সামান্য ঘি রেখে তাতে ফুঁ মেরে বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি মশকটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন। তারা যখন মশকটি ফিরিয়ে দিলেন, তখন সেটি ঘিয়ে ভর্তি ছিল। আমি ভাবলাম ঃ সম্ভবত তিনি আমার ঘি কবুল করেননি। তাই আমি কান্নার সুরে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি খাবেন এই আশায় আমি ঘি তৈরী করেছিলাম। আমার কথা শুনেই তিনি বুঝে নিলেন যে, তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে এবং মশক ঘিয়ে ভরে গেছে। তিনি বললেন ঃ উম্মে আওসকে বলে দাও, সে যেন

তার ঘি খায় এবং বরকতের দোয়া করে। অতঃপর উম্মে আওস এই ঘি রসূলুল্লাহর (সাঃ) অবশিষ্ট জীবন, হযরত আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কাল পর্যন্ত খেতে থাকেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তার জননী উম্মে সুলায়ম আপন ছাগলের ঘি একটি মশকে জমা করেন এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি মশকটি খালি করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মশকটি একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হল। উম্মে সুলায়ম এসে দেখেন যে, মশক ঘি-ভর্তি এবং তা থেকে ঘি টপকে পড়ছে। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নবীকে খাইয়েছ, আল্লাহ তোমাকে খাইয়েছেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? তুমি এই ঘি নিজেও খাও, অপরকেও খাওয়াও। উম্মে সুলায়ম বলেন ঃ আমি গৃহে এসে একটি পিয়ালায় করে কিছু ঘি বন্টন করলাম এবং কিছু মশকে রেখে দিলাম, যা দ্বারা একমাস পর্যন্ত ব্যঞ্জন রান্না করে খেলাম।

হামযা আসলামী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের গৃহে পালাক্রমে আহার করতেন। এক রাতে আমার পালা এলে আমি খাবার রান্না করলাম এবং তা নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ঘটনাক্রমে ঘিয়ের মশক আমার হাত থেকে ফস্কে গেল এবং তাতে যে ঘি ছিল, তা পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মশকের কাছে যাও। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার শরম লাগে। সব ঘি আমার হাত থেকে পড়ে গেল। এরপর আমি ঘি পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম, অবশিষ্ট ঘি হয়তো পড়ে যাচ্ছে। আমি মশক টান দিতেই দেখলাম তা কিনারা পর্যন্ত ঘিয়ে ভর্তি। আমি মশকের মুখ বেঁধে নিলাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মশকটি না ধরতে, তবে মুখ পর্যন্ত ভরে যেত।

সালেম ইবনে আবুল আবদ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে কোন কাজে প্রেরণ করতে চাইলে তারা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে পাথেয় নেই। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে একটি মশক নিয়ে এস। তারা মশক নিয়ে এলে তিনি সেটি ভরে নিলেন এবং মুখ বেঁধে বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। তোমরা এমন জায়গায় যাবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক দেবেন। সেমতে তারা উভয়েই রওয়ানা হল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর তারা মশকের মুখ খুলল। তাতে দুধ ও মাখন ছিল। উভয়েই তৃপ্তি সহকারে মাখন খেল এবং দুধ পান করল।

আবূ নঈম বলেন ঃ এসব মোজেযা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ)

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞাত করা এবং এই উপলব্ধি দেয়া যে, যে ঘটনা স্বভাবগত ভাবে ঘটে না, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ফযীলত ও বিশেষত্বের কারণে তাও ঘটে যায়।

আকাশ ও জান্নাত থেকে আগত খাদ্যের কথা

সালামাহ ইবনে নুফায়ল কূফী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা এক দিন রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আকাশ থেকেও খাবার এসেছে কি? এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জান্নাত থেকেও খাবার এসেছে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই এসেছে। প্রশ্নকারী বলল ঃ কিসে এসেছে? তিনি বললেন ঃ একটি মিসখানায়। অর্থাৎ পানি গরম করার পাত্রে এসেছে। আবার প্রশ্ন হল, তাতে আপনার খাবার কিছু অবশিষ্ট ছিল কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশিষ্ট ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ সেই অবশিষ্ট খাবার কোথায় গেল? উত্তর হল ঃ আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। আমাকে ওহী পাঠানো হয় যে, আমি মৃত্যু বরণ করব–তোমাদের মধ্যে অবস্থান করব না। তোমরাও আমার পর বেশী দিন দুনিয়াতে থাকবে না। আমার সম্মুখে আছে কিয়ামত। দু'টি ভয়ংকর মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে। এরপর এমন সাল আসবে, যাতে ভূকম্পন অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হবে।

আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি মদীনায় পৌঁছে দু'ব্যক্তিকে বলাবলি করতে শুনলাম—আজ রাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আতিথেয়তা হয়েছে। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার আতিথেয়তা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। আমি বললাম ঃ সেটি কি বস্তু ছিল? তিনি বললেন ঃ পানি গরম করার পাত্রে রাখা এক প্রকার খাদ্য। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সেই খাদ্যের অবশিষ্টাংশ কি হল? তিনি বললেন ঃ তুলে নেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বললেন ঃ আপনার রব আপনাকে সালাম করেছেন এবং আঙ্গুরের গুচ্ছসহ আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনি তা ভক্ষণ করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আঙ্গুর গুচ্ছটি নিয়ে নিলেন। এই রেওয়ায়েতের একজন রাবী হাফস ইবনে ওমর দামেশকী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্য নয়।

উট ও উষ্ট্রীর ঘটনা

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী সালামাহর এক ব্যক্তির পানি সেচের উট ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর হামলা করে। পানি সেচে বিঘ্ন ঘটায়

খর্জুর-বাগান শুকিয়ে যেতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানানো হলে তিনি একদিন বাগানের গেইট পর্যন্ত এলেন। জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ হুযূর বাগানে প্রবেশ করবেন না। আমরা এই খেপা উটকে ভয় করি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা নির্ভয়ে বাগানে প্রবেশ কর। উটটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখা মাত্রই মাথা নিচু করে তাঁর কাছে চলে এল এবং সামনে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তাঁকে সেজদা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের উটের কাছে চলে এস এবং তাকে লাগাম পরিয়ে দাও।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ অমুক গোত্রের পানিবাহী উট অবাধ্য হয়ে পালিয়ে গেছে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও উঠলাম। আমরা বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এই উটের কাছে যাবেন না। কিন্তু তিনি উটের কাছে চলে গেলেন। উট তাঁকে দেখে সেজদা করল। তিনি তার মাথায় আপন পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ লাগাম আন। লাগাম আনা হলে তিনি তা উটের মাথায় রেখে বললেন ঃ উটের মালিককে ডাক। মালিক এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ একে উত্তমরূপে ঘাস-পানি দিবে এবং কঠোর আচরণ করবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, কিছু লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ আমাদের উট বাগান দখল করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে কোনরূপেই বের হয় না। হুযূর (সাঃ) সেখানে চলে গেলেন এবং উটকে আওয়ায দিলেন। উট মাথা নত করে চলে এল। তিনি তাকে লাগাম লাগিয়ে মালিকের হাতে দিয়ে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ এই উট জানে যে, আপনি আল্লাহর নবী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কাফের জিন ও কাফের মানব ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যে জানে না যে, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি উট দৌড়ে এসে তাঁর কোলে মাথা রেখে দিল এবং বিড়বিড় করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই উট বলে যে, তার মালিক তাকে পিতার জন্যে ভোজ দেয়ার উদ্দেশ্যে যবেহ করতে চায়। অতঃপর তিনি উটের মালিকের কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি একে যবেহ করতে চেয়েছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যবেহ করো না। সেমতে মালিক যবেহ্ করল না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন একদল লোকের সঙ্গে আগমন করছিলেন, তখন একটি উট এসে তাঁকে সেজদা করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি বাগানে প্রবেশ করলে এক উট এসে তাঁকে সেজদা করল।

ছা'লাবা ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি বনী সালামাহ্র কাছ থেকে একটি পানিবাহী উট ক্রয় করে আপন গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখল। সেখানে উটটি খুজলী রোগে আক্রান্ত হল। যে-কেউ তার কাছে যেত, তাকেই পিষ্ট করার জন্যে তেড়ে আসত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ অবস্থা জ্ঞাত করা হলে তিনি সেখানে গেলেন এবং বললেন ঃ এর বাঁধন খুলে দাও। সাহাবীগণ বললেন ঃ বাঁধন খুলে দিলে আপনার কোন ক্ষতি না করে বসে। তিনি বললেন ঃ না, খুলে দাও। উট তাঁকে দেখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল ঃ সোবহানাল্লাহ! তারা আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! উট আপনাকে সেজদা করতে পারলে আমরা পারব না কেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মানুষের জন্যে অন্য মানুষকে সেজদা করা সম্ভবপর হলে আমি নারীকে বলতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে।

ইয়ালা ইবনে মুররা রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একদিন বাইরে চলে গেলেন। একটি উট চীৎকার করছিল। সে তাঁকে দেখে সেজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, আমরাও আপনাকে সেজদা করার অধিকার রাখি। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি যদি কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তবে নারীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে। এই উট কি বলছিল জান? সে বলছিল— আমি আমার মালিকদের চল্লিশ বছর সেবা করেছি। এখন আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, তখন তারা আমার ঘাসপানি কমিয়ে দিয়েছে এবং কাজ বেশী নিতে শুরু করেছে। এখন বিয়ে উপলক্ষে আমাকে যবেহ করতে চায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উটের মালিকদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাদেরকে এই ঘটনা বললেন। তারা বলল ঃ উটের অভিযোগ সঠিক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এখন তোমরা উটটি আমার কাছে ছেড়ে দাও।

বুরায়দা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের একটি উট গৃহের লোকদের উপর হামলা করে। কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস করে না এবং কেউ তাকে নাকরশিও লাগাতে পারে না। একথা শুনে হুযূর (সাঃ) আনসারীর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি উটের গৃহে গেলেন। দরজা খোলার পর উট তাঁকে দেখে সেজদা করল এবং ঘাড় মাটিতে রেখে দিল। হুযূর (সাঃ) তার মাথা ধরলেন এবং তাতে পবিত্র হাত বুলালেন। এরপর লাগাম আনিয়ে পরিয়ে দিলেন এবং উট মালিকের হাতে সমর্পণ করলেন। হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী। এই উট চিনতে পেরেছে যে, আপনি আল্লাহর নবী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কাফের জিন ও কাফের মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তু চিনে যে, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। আমার সওয়ারীর উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে সে চলতে পারছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উটের কি হল? আমি বললাম ঃ অসুস্থ। হুযূর (সাঃ) তাকে শাসালেন এবং দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার বরকতে আমার উট সকলের অগ্রে চলে গেল। হুযূর (সাঃ) আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উট কেমন? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আপনার দোয়ার বরকতে ঠিক আছে।

হাকাম ইবনে আইউব বর্ণনা করেন ঃ এক সফরে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আমার উটনী থেমে গেল। সম্মুখে অগ্রসর হল না। হুযূর (সাঃ) উটনীটিকে শাসালে সে সকলের অগ্রে চলতে লাগল।

আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি হারেছ ইবনে সওয়াদের পুত্রদেরকে বললাম ঃ তোমাদের পিতা সেই ব্যক্তি না, যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতে বয়আত হতে অস্বীকার করেছিল? হারেছের পুত্ররা বলল ঃ ব্যাপার এটা নয়; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের পিতাকে একটি কমবয়েসী শক্তিশালী উট দিয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই উটের মধ্যে বরকত দিবেন। সেমতে এখন আমাদের সকল উট সেই উটেরই বংশোদ্ভূত।

আবূ কুরসাফা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ছিল এরূপঃ আমি পিতৃহীন অবস্থায় আমার মা ও খালার কাছে থাকতাম এবং তাদের ছাগল চরাতাম। আমার খালা প্রায়ই আমাকে বলতেন, সেই ব্যক্তির (রসূলুল্লাহ (সাঃ))-এর কাছে কখনও যাবে না। সে তোকে অপহরণ করবে কিংবা পথভ্রষ্ট করে দেবে। আমি ছাগল নিয়ে বের হতাম এবং মাঠে ছেড়ে দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে যেতাম। তাঁর কথাবার্তা শুনতাম। অতঃপর সন্ধ্যায় আমি যখন ছাগলগুলো গৃহে নিয়ে যেতাম, তখন তাদের পেট পিঠের সাথে লেগে থাকত। স্তনও শুষ্ক থাকত। খালা বলতেন ঃ তোর ছাগলের এই দুর্দশা কেন? আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আমার খালা ও ছাগলদের কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ ছাগলগুলো আমার কাছে নিয়ে এস। আমি নিয়ে এলে তিনি তাদের স্তনে ও পিঠে হাত বুলালেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। ছাগলগুলো চর্বিযুক্ত হয়ে গেল এবং দুধ বেড়ে গেল। ছাগলগুলো গৃহে নিয়ে গেলে খালা বললেন ঃ হ্যাঁ, এভাবে

ছাগল চরাবে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে আমার খালা ও মা মুসলমান হয়ে গেলেন।

মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এবং আমার বন্ধু সম্পূর্ণ অভুক্ত ও নিঃস্ব অবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমাদেরকে আপন গৃহে রেখে দিলেন। তাঁর কাছে তিনটি ভেড়া ছিল। তিনি এগুলোর দুধ নিজের এবং আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। দুধ দোহন করে আমরা তাঁর অংশ তাঁর কাছে পৌছিয়ে দিতাম। তিনি এসে এমন ভাবে সালাম করতেন যে, যারা জাগ্রত থাকত, তারা শুনত; কিন্তু নিদ্রিতদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটত না। একদিন শয়তান আমাকে বলল ঃ তুমি এই এক চুমুক দুধ পান করে নিলে কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো আনসারদের কাছ থেকে আসবেন। তারা তাঁকে অনেক উপহার সামগ্রী দেন। শয়তান আমাকে এ প্ররোচনাই দিতে থাকে। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে রাখা দুধ পান করে নিলাম। পরে এজন্যে আমার খুব অনুতাপ হল। আমি মনে মনে বললাম ঃ সর্বনাশ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আসবেন, তখন তাঁর জন্যে দুধ নেই। কোথাও তিনি আমাকে বদদোয়া না দেন। তাঁর বদদোয়া আমাকে ধ্বংস করে দেবে। মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন, নামায পড়লেন, এরপর যখন দুধের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন সেখানে কিছুই ছিল না। তিনি উভয় হাত উত্তোলন করলেন। আমার ভয় হল কোথাও আমাকে বদদোয়া না দেন। কিন্তু তিনি এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, যে আমাকে খাওয়ায়, তুমি তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমি ছোরা নিয়ে ছাগপালের মধ্যে গেলাম এবং কোন্ ছাগলটি অধিক মোটাতাজা, তা দেখতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, যেটি অধিক মোটাতাজা, সেটি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে যবেহ্ করব। কিন্তু আমি দেখলাম, সকল ছাগলের স্তন দুধে পরিপূর্ণ। আমি দুধ দোহনের পাত্র নিয়ে তাতে দুধ দোহন করতে শুরু করলাম। অবশেষে অধিক দুধের কারণে পাত্রের উপরিভাগে ফেনা উঠে গেল।

একটি হরিণীর ঘটনা

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) মরু এলাকায় চলে যান। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলছে ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু কেউ নেই। পুনরায় তাকিয়ে একটি হরিণীকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে বলছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এদিকে আসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

কি প্রয়োজন? হরিণী বলল ঃ পাহাড়ের পাদদেশে আমার দু'টি শিশু আছে। আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিন, আমি শিশুদ্বয়কে দুধ পান করিয়ে আসি। হুযূর (সাঃ) শুধালেন ঃ তুই দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবি? সে বলল ঃ হ্যাঁ। যদি ফিরে না আসি, তবে আল্লাহ যেন আমাকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর অনুরূপ শাস্তি দেন। হুযূর (সাঃ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে যেয়ে উভয় বাচ্চাকে দুধ পান করানোর পর ফিরে এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বেঁধে দিলেন। জনৈক বেদুঈন কিছু দূরে নিদ্রিত ছিল। সে জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। প্রয়োজন এই যে, তুমি এই হরিণীকে মুক্ত করে দাও। বেদুঈন তৎক্ষণাৎ হরিণীকে ছেড়ে দিল। হরিণী দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল আর বলছিল ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রসূলুল্লাহ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হরিণীর কাছ দিয়ে গেলেন। হরিণীটি তাঁবুতে বাঁধা ছিল। সে বলল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি আমার বাঁধন খুলে দিন, আমি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে আসি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুই এক দল লোকের বাঁধা শিকার। তাই ফিরে আসার ওয়াদা করতে হবে। হরিণী কসম খেয়ে ওয়াদা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। তখন তার স্তন খালি ছিল। তিনি তাকে বেঁধে দিলেন। এরপর দলের লোকজন এলে রসূলাল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই হরিণীটি আমাকে দিয়ে দাও। তারা দিয়ে দিলে তিনি বাঁধন খুলে হরিণীকে মুক্ত করে দিলেন।

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মদীনার গলিপথে যাচ্ছিলাম। জনৈক বেদুঈনের তাঁবুতে পৌছে আমরা একটি হরিণীকে বাঁধা দেখলাম। হরিণী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বেদুঈন আমাকে শিকার করেছে। জঙ্গলে আমার দুটো বাচ্চা ক্ষুধায় কষ্ট করছে। আর স্তনে দুধ জমে যাওয়ার কারণে আমিও নিদারুণ যাতনা অনুভব করছি। বেদুঈন আমাকে যবেহ করে ফেললে আমি এই যাতনা থেকে রেহাই পেতাম কিংবা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাচ্চাদের কাছে চলে যেতাম। কিন্তু সে কিছুই করছে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হরিণীকে জিজ্ঞাস করলেন ঃ যদি আমি তোকে ছেড়ে দেই, তবে তুই ফিরে আসবি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি ফিরে আসব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে কিছুক্ষণের মধ্যে জিহ্বা চাটতে চাটতে ফিরে এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বেঁধে দিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈন এসে গেল। তার সাথে ছিল পানির একটি মশক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি হরিণীটি বিক্রি করবে?

সে বলল ঃ হরিণীটি আপনারই। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মুক্ত করে দিলেন।

যায়দ ইবনে আরকাম বলেন ঃ হরিণীটি কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার জনৈক রাখাল যখন তার ছাগল চরাচ্ছিল, তখন কোথা থেকে এক বাঘ বের হয়ে এল। রাখাল তার ছাগল ও বাঘের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গেল। বাঘ তার লেজের উপর বসে গেল এবং রাখালকে বলল ঃ তুই আল্লাহকে ভয় করিস না? তুই আমার এবং রিযিকের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়েছিস? রাখাল সবিস্ময়ে বলল ঃ বাঘও মানুষের সাথে কথা বলে! বাঘ বলল ঃ এর চাইতেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরেমদ্বয়ের মধ্যস্থলে মানুষকে অতীত যুগের খবরাখবর শুনাচ্ছেন। রাখাল এ কথা শুনে ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে এল। অতঃপর মদীনায় পৌছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হল এবং বাঘের কথাবার্তা শুনাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। মনে রেখ, হিংস্র প্রাণীদের মানুষের সাথে কথা বলা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ–কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা না বলে। এমনকি, মানুষের সাথে তার জুতার ফিতা কথা বলবে। মানুষ গৃহ থেকে যাওয়ার পর তার গৃহের লোকজন যে নতুন কাজ করবে, তার ঊরু তাকে সেই খবর দিবে।

আহিয়ান ইবনে আওস রেওয়ায়েত করেন, একবার আমি যখন আমার ছাগলদের মধ্যে ছিলাম, তখন একটি বাঘ এসে তাদের উপর হামলা করল। আমি সাহস করে ছাগলগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর বাঘ তার লেজের উপর বসে আমাকে বলতে লাগল ঃ তুমি যেদিন ছাগলদের তরফ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, সেদিন কে এদেরকে রক্ষা করবে?

আল্লাহ যে রিযিক আমার নসীব করেছেন, তুমি আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিচ্ছ? একথা শুনে আমি বললাম ঃ এমন আশ্চর্যের বিষয় আমি আর কখনও দেখিনি। বাঘ বলল ঃ তুমি এতেই আশ্চর্য হচ্ছ, অথচ আল্লাহর রসূল খর্জুর বাগানের মাঝে মানুষকে অতীত কালের কথা শুনাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যা হবে, তাও বলে দিচ্ছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর এবাদতের দাওয়াত দিচ্ছেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং ঘটনা বর্ণনা করলাম। এরপর মুসলমান হয়ে গেলাম।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক বাঘ এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং কথা বলতে শুরু করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের কাছে বাঘদের এই দূত এসেছে। তোমরা ইচ্ছা করলে তার জন্যে কিছু ভাতা নির্দিষ্ট করে দাও। সে এর বেশী নেবে না। আর চাইলে এমনিতেই ছেড়ে দাও। সে যা পারে নিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের ভয় থেকে যাবে। সে যা কিছু নেবে, সেটা তার রিযিক হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তার জন্যে কিছু নির্দিষ্ট করে দিতে সম্মত নই। অতঃপর হুযূর (সাঃ) তিন অঙ্গুলি দিয়ে বাঘের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুই তাদের ছাগল ছোঁ মেরে নিয়ে যাবি। এতে বাঘটি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মাথা নেড়ে নেড়ে দৌড়ে চলে গেল।

বন্য প্রাণীর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরিবারে একটি বন্যপ্রাণী ছিল। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে চলে যেতেন, সে খেলা করতে করতে চলে যেত। তিনি যখন গৃহে ফিরতেন, তখন প্রাণীটি ফিরে এসে গৃহে বসে থাকত। হুযূর (সাঃ) যতক্ষণ গৃহে থাকতেন, সে-ও গৃহে থাকত এবং কোন কাণ্ড করত না।

ঘোড়ার কাহিনী

জুয়ায়ল (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এক জেহাদে শরীক হলাম। আমার সওয়ারী ছিল একটি ঘোড়ী। সে খুব দুর্বল ছিল। ফলে, আমি লশকরের পেছনে চলছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ হে অশ্বারোহী, দ্রুত চল। আমি বললাম ঃ আমার ঘোড়ীটি দুর্বল ও কৃশ। তিনি চাবুক তুলে ঘোড়ীকে মারলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ, তাকে এর মধ্যে বরকত দাও। এরপর আমি ঘোড়ীর লাগামও টানতে পারছিলাম না। সে দ্রুতবেগে চলে সমগ্র লশকরের অগ্রে চলে গেল। এরপর এই ঘোড়ী যে বাচ্চা প্রসব করল, আমি সেটি বার হাজার দেরহামে বিক্রয় করলাম।

গাধার কাহিনী

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী তালহা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সা'দের সাথে দেখা করলেন এবং তার কাছেই দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম নিলেন। রোদের তাপ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে জনৈক বেদুঈন একটি সংকীর্ণ পা ও ধীরগতিসম্পন্ন গাধা নিয়ে হাযির হল। অতঃপর গাধার পিঠে একটি নরম গদি বিছানো হল। হুযূর (সাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে আপন গৃহে পৌছার পর গাধাটি

বেদুঈনকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর গাধাটি এমন সুঠাম ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে গেল যে, কোন জন্তু দ্রুতগতিতে তার মোকাবিলা করতে পারত না।

মালেক আল খাতমী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুবার নিকটে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফেরার পথে আমরা তাঁর আরোহণের জন্যে একটি সংকীর্ণ-পা ও ধীরগতিসম্পন্ন গাধা আনলাম। তিনি তাতে সওয়ার হলেন এবং পরে ফেরত দিলেন। ফিরে আসার পর সেই গাধা এমন বলিষ্ঠ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে, কোন গাধাই তার মোকাবিলা করতে পারত না।

ইবনে মনযূর রেওয়ায়েত করেন ঃ খয়বর বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কালো গাধা পান। সে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর নাম কি? সে বলল ঃ ইয়াযীদ ইবনে শিহাব। আমার দাদার বংশ থেকে আল্লাহ তা'আলা ষাটটি গাধা সৃষ্টি করেছেন। তাদের সকলের পিঠে পয়গম্বরগণ সওয়ার হয়েছেন। আমার বিশ্বাস ছিল আপনি আমার পিঠে সওয়ার হবেন। কেননা, এখন আমার দাদার প্রজন্মে আমি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। আর পয়গম্বরগণের মধ্যে আপনি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই। আমার মালিক ছিল এক ইহুদী। সে সওয়ার হলে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতাম। এজন্যে সে আমার পেটে ও পিঠে খুব প্রহার করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন থেকে তুই ইয়াফূর। তিনি কাউকে ডেকে আনার জন্যে ইয়াফূরকে প্রেরণ করলে সে তার গৃহে যেয়ে দরজায় মাথা দিয়ে খট্‌খট্‌ শব্দ করত। গৃহকর্তা বেরিয়ে এলে সে ইশারায় বুঝিয়ে দিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ডাকছেন। হুযূর (সাঃ)-এর ওফাতের পর ইয়াফূর আবুল হায়ছাম ইবনে নাহিয়ানের কূপের ধারে এল এবং শোকবিহবল হয়ে কূপে পড়ে গেল।

ইবনে সাবা' বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হতেন, সে সর্বদা জওয়ান থাকত এবং তাঁর বরকতে কখনও বৃদ্ধ হত না।

গোসাপের ঘটনা

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বন্ধুবর্গের মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় বনী মুলায়মের জনৈক বেদুঈন একটি গোসাপ শিকার করে সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল ঃ লাত-উযযার কসম, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত এই গোসাপ ঈমান না আনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে গোসাপ, আমি কে? গোসাপটি সকলের বোধগম্য পরিষ্কার আরবী ভাষায় বলল ঃ লাব্বায়কা ও সা'দায়কা ইয়া রসূলা রাব্বিল আলামীন। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুই কার এবাদত করিস? সে বলল ঃ

اَلَّذِىْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ -

অর্থাৎ, আমি তাঁর এবাদত করি, যাঁর আরশ আকাশে, রাজত্ব পৃথিবীতে, পথ সমুদ্রে, রহমত জান্নাতে এবং শাস্তি জাহান্নামে।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বলল ঃ আপনি রব্বুল আলামীনের রসূল, সর্বশেষ নবী। যে আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে সফলকাম এবং যে মিথ্যারোপ করে, সে ব্যর্থ। অতঃপর বেদুঈন মুসলমান হয়ে গেল।

সিংহের ঘটনা

রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সফীনা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করলাম। নৌকাটি ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেলে আমি তার একটি তক্তায় সওয়ার হয়ে গেলাম। তক্তায় ভাসতে ভাসতে আমি এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে সিংহ বাস করত। একটি সিংহ আমার কাছে এলে আমি ভয়ে ভয়ে বললাম ঃ আমি আল্লাহর রসূলের গোলাম সফীনা। সিংহ লেজ হেলাতে লাগল এবং আমার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর সে আমার সঙ্গে চলে আমাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এরপর সে আমাকে বিদায় করার জন্যে বিশেষ ভঙ্গিতে আওয়ায করল।

পাখির ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা করলে দূরে চলে যেতেন। একদিন তিনি এই উদ্দেশ্যে গেলে আমি তাঁর পেছনে গেলাম। তিনি একটি বৃক্ষের নীচে বসে গেলেন এবং পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। পরবর্তী সময়ে এক মোজা পরিধান করতেই একটি পাখি এল এবং অপর মোজাটি নিয়ে উড়ে গেল। বৃক্ষে বসে পাখিটি মোজা নাড়াচাড়া করতেই একটি কাল সাপ বের হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটি একটি কারামত, যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন।

আবূ আম্মার রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আপন মোজাজোড়া চাইলেন। অতঃপর একটি মোজা পরিধান করতেই একটি কাক এসে অপর মোজাটি নিয়ে গেল এবং একটু দূরে নিক্ষেপ করল। অমনি মোজার

ভিতর থেকে একটি সাপ বের হল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে তার উচিত মোজা ঝেড়ে পরিধান করা।

ভূতের ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ জিনদের মধ্য থেকে এক ভূত নামাযরত অবস্থায় আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। উদ্দেশ্য, নামায থেকে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দিলেন এবং আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমার ইচ্ছা ছিল মসজিদের কোন স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখি, যাতে তোমরা সকালে উঠে তাকে দেখে নাও। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এই দোয়া আমার মনে পড়ে গেল—

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে ক্ষমা কর এবং এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে কারও নসীব হবে না।

এরপর আমি তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমার জায়নামাযে শয়তান আমার সামনে এল। আমি তার গলা টিপে ধরলাম। অবশেষে তার জিহ্বার শীতলতা আমার হাতে অনুভব করলাম। যদি সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে মসজিদের এক স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখতাম এবং তোমরা সকালে তাকে দেখতে পেতে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ এক শয়তান আমার কাছ দিয়ে গমন করলে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং গলা টিপে দিলাম। এমনকি, তার জিহ্বা বেরিয়ে পড়লো এবং তার জিহ্বার শীতলতা আমি আমার হাতে অনুভব করলাম। সে বলল ঃ আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। যদি সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে মসজিদের এক স্তম্ভের সাথে সে ঝুলে থাকত এবং সকালে মদীনার শিশুরা তাকে দেখতে পেত।

ওতবা ইবনে মাসউদ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যে তিনি সামনের দিকে হাত বাড়ালেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ শয়তান এসেছিল। আমি তাকে ধমকিয়ে দিয়েছি। যদি তাকে ধরতাম, তবে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে ক্রীড়াকৌতুক করত।

মৃতদের জীবিত হওয়া এবং কথা বলা

বিদায় হজ্জের বর্ণনায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন জননীকে জীবিত করেছিলেন। খয়বর যুদ্ধের সময় বিষ মিশ্রিত ছাগলের কথা বলাও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক যুবক আনসারীর বৃদ্ধা জননী ছিল অন্ধ। আনসারী অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখতে গেলাম। আমরা সেখানে থাকা কালেই আনসারীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা তার চোখ বন্ধ করে মুখমণ্ডলে কাপড় রেখে দিলাম। আমরা তার মাকে বললাম ঃ আল্লাহর কাছে তার জন্যে দোয়া কর। মা বলল ঃ বাস্তবিক সে মারা গেছে? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। সে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে দোয়া করল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّيْ هَاجَرْتُ اِلَيْكَ وَاِلٰى نَبِيِّكَ رَجَاءَ اَنْ تُغِيْثَنِيْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ فَلَا تَحْمِلْ عَلَىَّ هٰذِهِ الْمُصِيْبَةَ الْيَوْمَ –

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, যদি তুমি জান যে, আমি বিপদাপদে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তোমার দিকে এবং তোমার নবীর দিকে হিজরত করেছি, তবে আজ আমার উপর এই মুসীবত চাপিয়ে দিয়ো না।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহর কসম, আমাদের সেখান থেকে প্রস্থান করার পূর্বেই আনসারী তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। এরপর আমাদের সাথে একত্রে বসে আহার করল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এই উম্মতে তিনটি বিষয় দেখেছি। এগুলো বনী ইসরাঈলের মধ্যে থাকলে তারা পরস্পরে বিভক্ত হয়ে যেত না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ বিষয়গুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমরা সুফফায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বসা ছিলাম। এক মুহাজির মহিলা তাঁর কাছে আগমন করল। তার সাথে তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও ছিল। পুত্রটি মদীনার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুদিন রোগভোগের পর মারা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার চোখ বন্ধ করে দেন এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেন। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তার মাকে খবর দাও। আমি খবর দিলে মা এলেন এবং পুত্রের পায়ের কাছে বসে তার পা ধরে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ لَكَ طَوْعًا وَّخَلَعْتُ الْاَوْثَانَ زُهْدًا وَّهَاجَرْتُ

اِلَيْكَ رَغْبَةً اَللّٰهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِيْ عَبَدَةَ الْاَوْثَانِ وَلَا تَحْمِلْنِيْ مِنْ هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ مَا لَا طَاقَةَ لِيْ بِحَمْلِهَا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি মনের খুশীতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। মূর্তিদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছি এবং সাগ্রহে তোমার দিকে হিজরত করেছি। হে আল্লাহ, মূর্তিপূজারীদেরকে আমার অবস্থা দেখে হাসতে দিয়ো না এবং এই বিপদের যতটুকু বহন করার ক্ষমতা আমার নেই, তা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ মহিলার দোয়া পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার পুত্র পা নাড়া দিল এবং মুখমণ্ডলের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। এরপর সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত জীবিত রইল। তার মা তার আগেই মারা যায়।

খলীফা হযরত ওমর (রা) একটি বাহিনী গঠন করেন এবং হযরত আলা আল হাযরামীকে তার নেতা নিযুক্ত করেন। আমিও এই বাহিনীতে শামিল ছিলাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেখি দুশমন পূর্বেই পানির সব ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ফলে, ভীষণ ধূলাবালি ও পিপাসার কারণে আমরা ও আমাদের জীবজন্তু তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। সূর্য সামান্য ঢলে পড়ার পর আলা আল হাযরামী দু'রাকআত নামায পড়ালেন। অতঃপর দু'হাত প্রসারিত করলেন। আকাশে তখন মেঘের চিহ্ন মাত্র ছিল না। কিন্তু তার হাত নামানোর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রেরণ করলেন। কোথা থেকে মেঘমালা এসে এমন বর্ষণ করল যে, সকল পুকুর ও নিম্নভূমি পানিতে একাকার হয়ে গেল। আমরা পানি পান করলাম এবং পাত্র ভরে নিলাম। ইতিমধ্যে দুশমন উপসাগর পাড়ি দিয়ে একটি দ্বীপে চলে গিয়েছিল। আলা উপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে 'ইয়া আলী, ইয়া আযীম, ইয়া করীম' বললেন। অতঃপর আমাদেরকে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে পার হয়ে যাও। আমরা এমন ভাবে উপসাগর পাড়ি দিলাম যে, আমাদের চতুষ্পদ প্রাণীদের ক্ষুর পর্যন্ত সিক্ত হল না। এর কিছুদিন পর আলা আল হাযরামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমরা তাকে দাফন করে দিলাম। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইনি কে? আমরা বললাম ঃ ইনি আলা আল হাযরামী। লোকটি বলল ঃ এই মাটি মৃতদেরকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়। তোমরা তাকে এক অথবা দু'মাইল দূরে স্থানান্তর করে দিলে মাটি কবুল করে নেবে। একথা শুনে আমরা পরস্পরে বললাম ঃ মাটি আমাদের সেনাপতির মরদেহ বাইরে নিক্ষেপ করলে হিংস্র প্রাণীরা খেয়ে ফেলবে। অতএব, তাকে স্থানান্তর করা উচিত। সেমতে

আমরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু কবরে পৌঁছে দেখলাম তার মরদেহ কবরে নেই এবং কবর নূরোজ্জ্বল হয়ে আছে। এই অবস্থা দেখে আমরা আবার কবরে মাটি ফেলে ফিরে এলাম।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে তাঁর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন স্ত্রীর কাছে যেয়ে বললেন ঃ আমার মনে হয় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্ষুধার্ত আছেন। ফলে, মুখমণ্ডল বদলে গেছে। স্ত্রী বললেন ঃ আমাদের কাছে তো কিছুই নেই কিন্তু এই ছাগলটি আছে এবং অবশিষ্ট কিছু গম আছে। ছাগলটি যবেহ করা হল এবং গম পিষে রুটি তৈরী করা হল। গোশ্ত রান্না করে একটি বড় পিয়ালায় রুটির সাথে মিলিয়ে "ছরীদ" তৈরী করা হল। জাবের বলেন ঃ আমি এই ছরীদ নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, তোমার কওমের লোকজনকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি ডেকে আনলাম। তাদের কিছু কিছু লোক আহার করতে যেত। তারা খেয়ে ফিরে এলে অন্যরা যেত। অবশেষে সকলেরই আহার সমাপ্ত হল। কিন্তু পিয়ালায় সেই পরিমাণই ছরীদ বাকী রইল, যা পূর্বে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেহমানদেরকে বলেছিলেন—খাবার খাও; কিন্তু হাড্ডি ভেঙ্গো না। অতঃপর তিনি হাড্ডিগুলো একত্রিত করলেন এবং সেগুলোর উপর পবিত্র হাত রেখে কিছু পাঠ করলেন, যা আমি শুনতে পাইনি। অকস্মাৎ ছাগল কান ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ছাগল নিয়ে যাও। আমি ছাগল নিয়ে বাড়ী পৌঁছলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল ঃ এটি কোন্ ছাগল? আমি বললাম ঃ এটি সেই ছাগল, যা আমি যবেহ করেছিলাম। হুযূর (সাঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করায় ছাগলটি আমাদের জন্যে জীবিত হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বলল ঃ আমি আবার সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর রসূল।

ওবায়দ ইবনে মরযূক রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় এক মহিলা ছিল, সে মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতে পারলেন না। একদিন তিনি মহিলার কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কার কবর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ এটি উম্মে মেহজানের কবর। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই মহিলার কবর, যে মসজিদে ঝাড়ু দিত? উত্তর হল জী হ্যাঁ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করলেন এবং তার উপর নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ আমলটি উত্তম পেয়েছ? সাহাবীগণ বললেন ঃ এই মহিলা কি শুনে? তিনি বললেন ঃ তোমরা তার চাইতে বেশী শ্রবণ কর না।